﴿٣٠﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ

৩১। ক্ব-লা ফামা-খত্ব্‌বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুরসালূন্। ৩২। ক্ব-লূ ~ ইন্না ~ উরসিল্‌না ~ ইলা-ক্বওমিম্

(৩১) সে বলল, হে ফেরেশ্‌তারা! তোমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা প্রেরিত হয়েছি পাপী

مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ

মুজ্‌রিমীন্। ৩৩। লিনুরসিলা 'আলাইহিম্ হিজ্বা-রতাম্ মিন্ ত্বীন্। ৩৪। মুসাওয়ামাতান্ 'ইন্দা রব্বিকা

সম্প্রদায়ের প্রতি। (৩৩) যেন আমরা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করি, (৩৪) যা আপনার রবের কাছে সীমা

لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا

লিল্‌মুস্‌রিফীন্। ৩৫। ফাআখ্‌রাজ্‌না-মান্ কা-না ফীহা-মিনাল্ মু''মিনীন্। ৩৬। ফামা-অজ্বাদ্‌না-ফীহা-

লংঘণকারীদের জন্য নিরুপিত হয়েছে। (৩৫) সুতরাং তথাকার মু'মিনদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৩৬) অতঃপর সেখানে আমি

غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ

গইরা বাইতিম্ মিনাল্ মুস্‌লিমীন্। ৩৭। অতারক্‌না-ফীহা ~ আ-ইয়াতাল্ লিল্লাযীনা ইয়াখ-ফূনাল্ 'আযা-বাল্

মুসলমানদের একটি গৃহ ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাই নি। (৩৭) আর আমি সেখানে মর্মন্তুদ শাস্তির ভয়ে ভীতদের

الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ

আলীম্। ৩৮। অফী মূসা ~ ইয্ আরসাল্‌না-হু ইলা-ফির্'আউনা বিসুল্‌ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ৩৯। ফাতাওয়াল্লা

জন্য নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) আর মূসার বিষয়ে তাকে ফেরাউনের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। (৩৯) তখন সে

بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي الْيَمِّ

বিরুক্‌নিহী অক্ব-লা সা-হিরুন্ আও মাজ্‌নূন্। ৪০। ফাআখায্‌না-হু অজ্বুনূদাহূ ফানাবায্‌না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি

শক্তির দম্ভে বিমুখ হয়ে বলল, এ ব্যক্তি যাদুকর বা উন্মাদ। (৪০) তাকে ও তার দলবলকে ধরে সমুদ্রে ফেললাম নিক্ষেপ

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ

অহুওয়া মুলীম্। ৪১। অফী 'আ-দিন্ ইয্ আর্‌সাল্‌না- 'আলাইহিমুর্ রীহাল্ 'আক্বীম্। ৪২। মা-তাযারু মিন্ শাইয়িন্

করলাম, সে ছিল ধিকৃত। (৪১) আ'দের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্চা বায়ু পাঠালাম। (৪২) এটা যার ওপর দিয়েই গিয়েছিল

أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ

আতাত্ 'আলাইহি ইল্লা-জ্বা'আলাত্‌হু কার্‌রমীম্। ৪৩। অফী ছামূদা ইয্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তাউ' হাত্তা-

তাকেই চূর্ণ করেছিল। (৪৩) আর ছামুদ সম্প্রদায়ের বর্ণনায়ও নিদর্শন রয়েছে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা আরও

আয়াত-৩৪ ঃ তাফ্‌সীরে সুদ্দী ও হাসান বসরীতে লিখা আছে যে, এ পাথরসমূহের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে মোহরের ন্যায় অঙ্কিত ছিল এবং ওতে পাপীদের নামও লিখা ছিল। এজন্য চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে তো তাদের বস্তীগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল, তার পর প্রস্তর বর্ষিত হল। এ আয়াত হতে অনেক ওলামা লূতী শাস্তিকে "সঙ্গেছার" বলে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর পরে তাঁর ছাহাবীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। ইবনে আব্বাসের মতে লূতী অভ্যাসধারীকে উচ্চস্থল হতে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে হবে। কেউ আবার তরবারির দ্বারা হত্যার কথা বলেছেন। আবার কেউ ব্যাভিচারের কথা বলেন। কিন্তু ব্যাভিচার থেকে কম শাস্তি দেয়ার কথা কেউই উল্লেখ করেন নি। (ইবঃ কাঃ, তাফঃ খাযেন)

حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَمَا

হীন্। ৪৪। ফা'আতাও 'আন্ আম্‌রি রব্বিহিম্ ফাআখযাত্ হুমুছ্ ছোয়া-'ইক্বতু অহুম্ ইয়ান্‌জুরূন্। ৪৫। ফামাস্
কিছুকালভোগ উপভোগ কর।(৪৪) অনন্তর তার রবের নির্দেশ অমান্য করলে বজ্রাঘাত পড়ল, যা তারা দেখছিল, (৪৫) আর

اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ

তাত্বোয়া-'উ মিন্ ক্বিয়া-মিঁও অমা-কা-নূ মুন্‌তাছিরীন্। ৪৬। অক্বওমা নূহিম্ মিন্ ক্বব্‌ল্; ইন্নাহুম্
তারা উঠে দাঁড়াতেও পারে নি, প্রতিরোধও করতে পারে নি। (৪৬) আর পূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও এরূপ অবস্থা হয়েছিল,

كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَالْاَرْضَ ع ২ ২৩ ১ রুকু

ক্বা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৪৭। অস্‌সামা — য়া বানাইনা-হা- বিআইদিঁও অইন্না লামূসি'ঊন্। ৪৮। অল্‌আর্‌দ্বোয়া
তারা ফাসেক ছিল। (৪৭) আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমিই সম্প্রসারক, (৪৮) আর ভূমিকে

فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

ফারশ্‌না-হা- ফানি'মাল্ মা-হিদূন্। ৪৯। অমিন্ কুল্লি শাইয়িন্ খলাক্ব্‌না-যাওজ্বাইনি লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্।
বিছিয়েছি, কত উত্তমভাবে বিছিয়েছি।(৪৯) আর প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হও।

﴿٤٩﴾ فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ

৫০। ফাফির্‌রূ ~ ইলাল্লা-হ্; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাযীরুম্ মুবীন্। ৫১। অলা- তাজ্'আলূ মা'আল্লা-হি
(৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে দ্রুত ধাবিত হও, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী। (৫১) এবং আল্লাহর

اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ

ইলা-হান্ আ-খর্; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাযীরুম্ মুবীন্। ৫২। কাযা-লিকা মা ~ আতাল্ লাযীনা মিন্
সঙ্গে অন্য ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এভাবে, পূর্ববর্তীদের

قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

ক্বব্‌লিহিম্ মির্ রসূলিন্ ইল্লা-ক্বা-লূ সা-হিরুন্ আও মাজ্বনূন্। ৫৩। আতাওয়া ছোয়াও বিহী বাল্ হুম্ ক্বওমুন্
কাছে রাসূল আসলেই বলত, যাদুকর বা উন্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে উপদেশই দিয়েছে? বরং তারা অবাধ্য

طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ

ত্বোয়া-গূন্। ৫৪। ফাতাওয়াল্লা 'আনহুম্ ফামা ~ আন্‌তা বিমালূম্। ৫৫। অযাক্কির্ ফাইন্নায্ যিক্‌রা তান্‌ফা'উল্
সম্প্রদায়। (৫৪) তাদেরকে উপেক্ষা করুন, আপনি অভিযুক্ত নন। (৫৫) উপদেশ দিন, কেননা, উপদেশ মু'মিনদের জন্য

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ

মু"মিনীন্। ৫৬। অমা-খলাক্ব্‌তুল্ জ্বিন্না অল্ ইন্‌সা ইল্লা-লিইয়া'বুদূন্। ৫৭। মা ~ উরীদু মিন্‌হুম্
উপকার। (৫৬) আর আমি জ্বিন্ ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে

مِنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝٥٧ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

মির্ রিয্ক্বিঁও অমা ~ উরীদু আইঁ ইয়ুত্ব্‌ইমূন্। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা হুওয়ার্ রয্‌যা-ক্বু যুল্ ক্বুওয়্যাতিল্

রিযিক্ চাই না; আর এটাও কামনা করি না যে, আমাকে তারা খাওয়াবে। (৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ই আমার রিযিক্‌দাতা,

الْمَتِيْنُ ۝٥٨ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا

মাতীন্। ৫৯। ফাইন্না লিল্লাযীনা জোয়ালামূ যানূবাম্ মিছ্‌লা যানূবি আছ্‌হা-বিহিম্ ফালা-

অসীম শক্তিধর। (৫৯) অতঃপর যারা তাদের অতীত সহচর তাদের মত জালিমদের জন্য যোগ্য অংশ নির্ধারিত আছে,

৩ ع ১৪ ২ রুকু

يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝٥٩ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ

ইয়াস্‌তা'জ্বিলূন্। ৬০। ফাওয়াইলুল লিল্লাযীনা কাফারূ মিঁই ইয়াওমিহিমুল্ লাযী ইয়ূ'আদূন্।

তাদের তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়। (৬০) অতএব যারা প্রতিশ্রুত দিনটি অস্বীকার করে তাদের জন্য বড়ই আক্ষেপ।

সূরা তূর্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৯ রুকূ ঃ ২

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤

১। অত্ব্ ত্বূরি। ২। অকিতা-বিম্ মাস্‌ত্বূরিন্। ৩। ফী রাক্ব্ ক্বিম্ মান্‌শূরিঁও। ৪। অল্‌বাইতিল্ মা'মূরি

(১) কসম্ তূরে,(২) আর সেই লিখিত কিতাবের, (৩) যা খোলা কাগজে আছে, (৪) আর কসম্ বায়তুল মা'মূরের,

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧

৫। অস্‌সাক্ব্ ফিল্ মার্‌ফূ'ই। ৬। অল্‌বাহ্‌রিল্ মাস্‌জ্বূরি। ৭। ইন্না 'আযা-বা রব্বিকা লাওয়া-ক্বি'উম্।

(৫) কসম্ সমুন্নত ছাদের (আকাশের), (৬) আর কসম্ উত্তাল সমুদ্রের। (৭) নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি অবধারিত,

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠ فَوَيْلٌ

৮। মা-লাহূ মিন্ দা-ফি'ইঁ, ৯। ইয়াওমা তামূরুস্ সামা — য়ু মাওরাঁও। ১০। অতাসীরুল্ জ্বিবা-লু সাইর-। ১১। ফাওয়াইলুইঁ

(৮) কোন প্রতিরোধকারী নেই। (৯) যেদিন আকাশ ঘুরবে, (১০) এবং পর্বতসমূহ দ্রুত চলতে থাকবে, (১১) অনন্তর সেদিন

ওয়াকুফে গোফরান

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ

ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীনা। ১২। ল্লাযীনা হুম্ ফী খাওদ্বিই ইয়াল্‌'আবূন্। ১৩। ইয়াওমা ইয়ুদা'উ না

যারা মিথ্যাশ্রয়ী তাদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ, (১২) যারা অসার খেলায় অনর্থক মত্ত থাকে। (১৩) যেদিন ধাক্কিয়ে তাদেরকে

اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٤ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ

ইলা-না-রি জ্বাহান্নামা দাআ। ১৪। হা-যিহিন্ না-রুল্লাতী কুন্‌তুম্ বিহা-তুকায্‌যিবূন্। ১৫। আফাসিহ্‌রুন্ হা-যা ~

জাহান্নামে নেয়া হবে,(১৪) এবং বলা হবে এ তো সে আগুন যা তোমরা অস্বীকার করতে। (১৫) এটা কি যাদু, না তোমরা

أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٦﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ

আম্ আন্‌তুম্ লা-তুব্‌ছিরূন্। ১৬। ইছ্‌লাওহা-ফাছ্‌বিরূ ~ আওলা তাছ্‌বিরূ সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইকুম্;
দেখতে পাচ্ছ না? (১৬) প্রবেশ কর, ধৈর্য ধারণ কর আর না কর, সবই তোমাদের পক্ষে সমান; নিশ্চয়ই তোমাদেরকে

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٨﴾ فٰكِهِيْنَ

ইন্নামা তুজ্‌যাওনা মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ১৭। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জান্না-তিঁও অনা'ঈম্।১৮। ফা-কিহীনা
তোমাদের কৃতকর্মের ফলই দেয়া হচ্ছে। (১৭) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতের মধ্যে, (১৮) অতঃপর তারা

بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا

বিমা ~ আ-তা-হুম্ রব্বুহুম্ অ ওয়াক্বা-হুম্ রব্বুহুম্ আযা-বাল্ জ্বাহীম্। ১৯। কুলূ অশ্‌রবূ হানী — য়াম্
তাদের রবের দেয়া নিয়ামত নিয়ে আনন্দে থাকবে, তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (১৯) তোমরা তৃপ্তির

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ২০। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা-সুরুরিম্ মাছ্‌ফূ ফাতিন্ অযাওওয়াজ্‌না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্।
সাথে পানাহার কর কর্মের বিনিময়ে।(২০) হেলান দিয়ে তারা সারিবদ্ধভাবে বসবে, তাদেরকে সুনয়না সুন্দরী হূরের সঙ্গে মিলাব।

﴿٢١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ

২১। অল্লাযীনা আ-মানূ অত্তাবা'আত্ হুম্ যুররিয়্যাতুহুম্ বিঈমা-নিন্ আল্‌হাক্ব্‌না-বিহিম্ যুররিয়্যাতাহুম্ অমা ~
(২১) আর যারা ঈমান আনে, এবং তাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করে, তাদের সঙ্গে সন্তানদের শামিল করে দেব;

اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢٢﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ

আলাত্‌না-হুম্ মিন্ 'আমালিহিম্ মিন্ শাইয়িন্; কুল্লুম্ রিয়িম্ বিমা-কাসাবা রাহীন্। ২২। অআম্‌দাদ্‌না-হুম্
তাদের কর্মফল হতে আমি কিছুই কমাব না, প্রত্যেকে স্বীয় (কুফুরী) কর্মের জন্য দায়ী। (২২) আর আমি তাদেরকে

بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ

বিফা-কিহাতিঁও অলাহ্‌মিম্ মিম্মা-ইয়াশ্‌তাহূন্। ২৩। ইয়াতানা-যা'উনা ফীহা-কা'সাল্ লা-লাগ্‌য়ুন্ ফীহা-অলা-তা'ছীম্।
তাদের পছন্দমত ফলমূল ও গোশ্‌ত দেব। (২৩) তারা পরস্পর পানপাত্র আদান প্রদান করবে, তাতে প্রলাপ ও পাপ নেই।

﴿٢٤﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٥﴾ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

২৪। অইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ গিল্‌মা-নুল্লাহুম্ কায়ান্নাহুম্ লু"লুয়ুম্ মাক্‌নূন্। ২৫। অআক্ব্‌বালা বা'দ্বুহুম্
(২৪) তাদের সেবায় নিয়োজিত রক্ষিত মুক্তার মত কিশোররা আশেপাশে ঘুরবে। (২৫) আর একে অন্যের দিকে এসে

عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَمَنَّ

'আলা-বা'দ্বি ইয়াতাসা — য়ালূন্। ২৬। ক্ব-লূ ~ ইন্না-কুন্না-ক্ববলু ফী ~ আহ্‌লিনা মুশ্‌ফিক্বীন্। ২৭। ফামান্ না
জিজ্ঞাসা করবে। (২৬) বলবে, পূর্বে নিজেদের পরিবারে খুব ভিত অবস্থায় ছিলাম। (২৭) অনন্তর আল্লাহ আমাদের প্রতি

اللهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ط إِنَّهٗ هُوَ

ল্লা-হু 'আলাইনা-অঅক্বা-না 'আযা-বাস্ সামূম্। ২৮। ইন্না-কুন্না- মিন্ ক্ববলু নাদ্'উহ্; ইন্নাহূ হুওয়াল্

অনুগ্রহ ও দয়া করলেন, আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করলেন। (২৮) আমরা পূর্বেও তাকে ডাকতাম, তিনি

১ ع ২৮ ৩ রুকু

الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ

বার্‌রুর্ রহীম্। ২৯। ফাযাক্‌কির্ ফামা ~ আন্‌তা বিনি' মাতি রব্বিকা বিকা- হিনিঁও অলা-মাজ্‌নূন্।

বড়ই উপকারী, দয়ালু। (২৯) সুতরাং আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি না গণক, না উন্মাদ।

﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ

৩০। আম্ ইয়াকূলূনা শা-'ইরুন্ নাতারাব্‌বাছু বিহী রইবাল্ মানূন্। ৩১। ক্বুল্ তারব্বাছূ ফাইন্নী মা'আকুম্

(৩০) না কি তারা বলে থাকে যে, তিনি একজন কবি? তার জন্য কালচক্রের অপেক্ষায় আছি। (৩১) তাদেরকে বলুন, তোমরা

مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ

মিনাল্ মুতারব্বিছীন্। ৩২। আম্ তা"মুরুহুম্ আহ্‌লা-মুহুম্ বিহা-যা ~ আম্ হুম্ ক্বওমুন্ ত্বোয়া-গূন্।

প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষায় আছি। (৩২) বা তাদের বুদ্ধিই কি তাদেরকে এরূপ প্ররোচিত করে, না কি তারা দুর্বৃত্ত জাতি।

﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ج بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ

৩৩। আম্ ইয়াকূলূনা তাক্বওয়ালাহূ বাল্ লা- ইয়ু"মিনূন্। ৩৪। ফাল্‌ইয়া"তূ বিহাদীছিম্ মিছ্‌লিহী ~

(৩৩) অথবা তারা বলে যে, এটা তার রচিত কোরআন, বরং বিশ্বাস এরা করে না। (৩৪) তবে তোমরা এরূপ কোন

إِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا

ইন্ কা-নূ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৫। আম্ খুলিক্বূ মিন্ গইরি শাইয়িন্ আম্ হুমুল্ খ-লিক্বূন্। ৩৬। আম্ খলাক্বুস্

রচনা আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৩৫) তারা কি বস্তু ছাড়াই সৃষ্ট, না তারাই স্রষ্টা? (৩৬) অথবা তারা কি সৃষ্টি

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্বোয়া বাল্ লা-ইয়ূক্বিনূন্। ৩৭। আম্ 'ইন্‌দাহুম্ খাযা — য়িনু রব্বিকা আম্ হুমুল্

করেছে আসমান-ও যমীন ? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৭) আপনার রবের ভাণ্ডারসমূহ কি তাদের নিকট রয়েছে, নাকি

শানেনুযূল ঃ আয়াতঃ২৯ ঃ আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীন যখন উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হতে লাগল, তখন আরবের মুশরিকরা হজ্জ্ব করতে আসা লোকদের পথে বসে আগতদের নিকট প্রচার আরম্ভ করল, যে লোকটি মক্কায় নবুওয়াতের দাবি করছে, সে একজন গণক বা উন্মাদ ব্যক্তি। উদ্দেশ্য নবাগতরা যেন নবী কারীম (ছঃ)-এর বশে না আসে। নবী করীম (ছঃ)-এর নিকট তাদের এ সমস্ত হীন কর্মসমূহ মর্মন্তুদ হতে ছিল। তাই আল্লাহপাক নবী কারীম (ছঃ)-কে সান্ত্বনা দানের নিমিত্তে আয়াতটি নাযিল করেন।

আয়াত-৩০ ঃ কোরাইশ কাফেররা দারুন্ নাদওয়াতে সমবেত হয়ে নবী কারীম (ছঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বলে, তাকে চির আবদ্ধ করা হোক, যেন প্রাচীন কবি যুহাইর ও নাবেগার ন্যায় ধুকে ধুকে মরে এবং আমরাও নিষ্কৃতি পাই। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

আয়াত- ৩৩ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, যারা বলে যে, এ কোরআন কবির রচনা অথবা গণকের বাক্য, তারা এর অনুরূপ কোন একটি অথবা উৎকৃষ্টতর বাক্য আনয়ন করুক। বলা বাহুল্য, কোরআন শরীফে অবিশ্বাসীদেরকে একাধিকবার আহ্বান করা সত্ত্বেও তারা এর অনুরূপ কোন চমৎকার বাক্য রচনা করতে সমর্থ হয় নি। ৩৫

الْمُصَيْطِرُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

মুসাইত্বিরূন্। ৩৮। আম্ লাহুম্ সুল্লামুই ইয়াস্তামিউ'না ফীহি ফাল্ ইয়া"তি মুসতামিউ'হুম্ বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্।
নিয়ন্তা? (৩৮) না কি তাদের সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে শুনে? তবে সে শ্রোতা যেন প্রকাশ্য প্রমাণ হাযির করে।

۝ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

৩৯। আম্ লাহুল্ বানা-তু অলাকুমুল্ বানূন্। ৪০। আম্ তাস্য়ালুহুম্ আজ্‌রন্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্‌রমিম্ মুছ্‌ক্বালূন্।
(৩৯) তাঁর জন্য কি মেয়ে, আর তোমাদের জন্য ছেলে? (৪০) নাকি তাদের কাছে তুমি পারিশ্রমিক চাও যে, তারা বোঝা মনে করে?

۝ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا

৪১। আম্ ই'ন্‌দাহুমুল্ গাইবু ফাহুম্ ইয়াক্‌তুবূন্। ৪২। আম্ ইয়ুরীদূনা কাইদা-; ফাল্লাযীনা কাফারূ
(৪১) নাকি গায়েবের ইলম্ আছে যে, তারা তা লিখে রাখে? (৪২) নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? অবশেষে কাফেররা

هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ وَإِن يَرَوْا

হুমুল্ মাকীদূন্। ৪৩। আম্ লাহুম্ ইলা-হুন্ গাইরুল্লা-হ্; সুব্‌হা-না ল্লা-হি 'আম্মা ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৪৪। অ ইঁ ইয়ারাও
নিজেরাই হবে প্রতারিত। (৪৩) নাকি আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন ইলাহ আছে? আল্লাহ শিরক মুক্ত। (৪৪) আকাশের

كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ

কিস্‌ফাম্ মিনাস্ সামা — য়ি সা-ক্বিত্বোয়াইঁ ইয়াকূলূ সাহা-বুম্ মার্‌কূম্। ৪৫। ফাযার্‌হুম্ হাত্তা- ইয়ুলা-কূ ইয়াওমাহুমুল্
কোন খণ্ড পড়তে দেখলে বলবে যে, জমাট বাঁধা মেঘ। (৪৫) সুতরাং আপনি ততদিন তাদেরকে উপেক্ষা করান, বজ্রাঘাতে

الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَإِنَّ

লাযী ফীহি ইয়ুছ্ 'আকূন্। ৪৬। ইয়াওমা লা-ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌হুম্ কাইদু হুম্ শাইয়াঁও অলা হুম্ ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্। ৪৭। অ ইন্না
আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। (৪৬) সেদিন প্রতারণা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (৪৭) এ ছাড়াও

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ

লিল্লাযীনা জোয়ালামূ 'আযা-বান্ দূনা যা-লিকা অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৪৮। অছ্‌বির্ লিহুক্‌মি রব্বিকা ফাইন্নাকা
জালিমদের জন্য আরো শাস্তি আছে, কিন্তু অনেকেই জানে না। (৪৮) রবের নির্দেশের জন্য ধৈর্য ধরুন, আপনি আমার দৃষ্টিতে

بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

বিআ'ইয়ুনিনা-অসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা হীনা তাকূম্। ৪৯। অ মিনাল্লাইলি ফাসাব্বিহ্‌হু অইদ্‌বা-রন্ নুজূম্
আছেন, আপনি যখন নিদ্রা থেকে ওঠেন আপনার রবের প্রশংসা মহিমা করুন(৪৯) রাতে মহিমা করুন, আর তারা নক্ষত্র ডুবলে

২ ع ٢١ 4 রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৪ ঃ কোরাইশ নেতা আবু জাহেল বলেছিল, এ কোরআন ও দ্বীন সত্য হলে আল্লাহ আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুক। অথবা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করুক। যাতে আমরা এ দ্বীনের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। এভাবে কয়েকজন কোরাইশ নেতা বলেছিল, আমাদের উপর যদি আসমানের একখণ্ড ভেঙ্গেও পড়ে, তবু আমরা কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। এখন আর তাদেরকে উপদেশ দেয়ার সময় নেই। নির্ধারিত সময়ে শাস্তি আসলে দুনিয়াতেও শাস্তি প্রাপ্ত হবে এবং আখেরাতেও স্থায়ী শাস্তিতে আটক থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দুনিয়ার শাস্তি তো বদর যুদ্ধে ভুগল। (ইবঃ কাঃ)

সূরা নাজ্ম্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬২
রুকূ ঃ ৩

١ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ٢ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

১। অন্নাজ্ মি ইযা-হাওয়া-। ২। মা-দ্বোয়াল্লা-ছোয়া-হিবুকুম্ অমা-গাওয়া-। ৩। অমা-ইয়ান্ত্বিক্বু 'আনিল্

(১) কসম নক্ষত্রসমূহের, যখন তা অস্ত যায়। (২) তোমাদের সাথী ভ্রষ্টনয়, আর বিপথগামীও নয়; (৩) আর সে মনগড়া কথা

الْهَوٰى ٤ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ٥ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ٦ ذُوْ مِرَّةٍ ؕ

হাওয়া-। ৪। ইন্ হুওয়া ইল্লা-ওয়াহ্ইয়ুঁই ইয়ূহা-। ৫। 'আল্লামাহূ শাদীদুল্ কু ওয়া-। ৬। যূ-মিররাহ্;

বলে না; (৪) এটা তার কাছে আসা প্রত্যাদেশ, (৫) মহাশক্তি জিবরাঈল (আঃ) তাকে শিক্ষা দেয় (৬) মহাশক্তিধর,

فَاسْتَوٰى ٧ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ٨ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ٩ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ

ফাস্তাওয়া-। ৭। অহুওয়া বিল্উফুক্বিল্ 'আলা-। ৮। ছুম্মা দানা-ফাতাদাল্লা-। ৯। ফাকা-না ক্বা-বা ক্বাওসাইনি আও

পূর্ণাঙ্গ, (৭) আর সে উর্ধ্ব দিগন্তে ছিল, (৮) পরে নিকটে আসল, আরও নিকটে, (৯) অনন্তর দু'ই ধনুক তদপেক্ষা আরও কম

اَدْنٰى ١٠ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ١١ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

আদ্না-। ১০। ফাআওহা ~ ইলা-'আব্দিহী মা ~ আওহা-। ১১। মা-কাযাবাল্ ফুয়া-দু মা-রায়া-

ব্যবধান রইল, (১০)তখন আল্লাহ বান্দাহ্র কাছে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন। (১১) যা দেখল তাকে মিথ্যা মনে করে নি।

١٢ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ١٣ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ١٤ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

১২। আফাতুমা-রূনাহূ 'আলা-মা-ইয়ারা-। ১৩। অলাক্বদ্ রায়া-হু নায্লাতান্ উখ্রা-। ১৪। 'ইন্দা সিদ্রতিল্ মুন্তাহা-।

(১২) সে যা দেখল তা নিয়ে কি তর্ক করবে? (১৩) সে আর একবারও দেখে ছিল, (১৪) প্রান্তের কুল বৃক্ষের কাছে,

١٥ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ١٦ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ١٧ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا

১৫। 'ইন্দাহা-জান্নাতুল্ মা"ওয়া-। ১৬। ইয্ ইয়াগ্শাস্ সিদ্রতা মা-ইয়াগ্শা-। ১৭। মা-যা-গল্ বাছোয়ারু অমা-

(১৫) যার কাছে অবস্থিত আবাস-জান্নাত, (১৬) কুল আচ্ছাদন যোগ্য জিনিস দিয়ে আচ্ছাদিত, (১৭) তখন তার দৃষ্টিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুত

طَغٰى ١٨ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ١٩ اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى

ত্বোয়াগা-। ১৮। লাক্বদ্ রয়া-মিন্ আ-ইয়া-তি রব্বিহিল্ কুব্র-। ১৯। আফারয়াইতুমুল্ লা-তা অল্ উ'যযা-।

হয় নি। (১৮) সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছে, তোমরা কি ভেবেছ (১৯) লাত ও উয্যাকে ভেবে দেখেছ?

٢٠ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ٢١ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ٢٢ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ

২০। অ মানা-তাছ্ ছা-লিছাতাল্ উখ্র-। ২১। আলাকুমুয্ যাকারু অলাহুল্ উন্ছা-। ২২। তিল্কা ইযান্ ক্বিস্মাতুন্

(২০) অন্য তৃতীয় মানাতকেও? (২১) তোমাদের জন্য কি পুত্র, তার জন্য কি কন্যা? (৬) (২২) এটা তো অযৌক্তিক

ضِيزَىٰ ﴿٢٣﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا

দ্বীযা- ।২৩। ইন্ হিয়া ইল্লা ~ আস্মা — য়ুন্ সাম্মাইতুমূ হা ~ আন্তুম্ অআ-বা — য়ুকুম্ মা ~ আন্ যালা ল্লা-হু বিহা-

বন্টন। (২৩) এগুলো তো শুধু নাম, যা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন

مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ

মিন্ সুল্ত্বোয়া-ন্; ই ইয়াত্তাবিউ'না ইল্লাজ্জোয়ান্না অমা-তাহ্ওয়াল্ আন্ফুসু অলাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ মির্ রব্বিহিমুল্

প্রমাণ প্রেরণ করেন নি। তারা তো অনুমান ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াত

الْهُدَىٰ ﴿٢٤﴾ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٥﴾ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٦﴾ وَكَم مِّن ১ ع ২৫ ৫ রুকু

হুদা-। ২৪। আম্ লিল্ ইন্সা-নি মা- তামান্না-। ২৫। ফালিল্লা-হিল্ আ-খিরতু অল্ ঊলা-। ২৬। অকাম্ মিম্

এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায় তা-ই কি সে পেয়ে থাকে? (২৫) অনন্তর ইহ-পরকাল আল্লাহরই। (২৬) আর আকাশে অসংখ্য

مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن

মালাকিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি লা-তুগ্নী শাফা- 'আতুহুম্ শাইয়ান্ ইল্লা-মিম্ বা'দ্বি আইঁ ইয়া' যানা ল্লা-হু লিমাইঁ

ফেরেশ্তা মওজুদ রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি

يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ

ইয়াশা — য়ু অইয়ার্দ্বোয়া-। ২৭। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইয়ু"মিনূনা বিল্আ-খিরতি লাইয়ুসাম্মূ নাল্ মালা — য়িকাতা তাস্মিয়াতাল্

সন্তুষ্ট হন তাকে অনুমতি প্রদান করেন। (২৭) নিশ্চয়ই যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, ফেরেশ্তাদের নারীবাচক নাম

الْأُنثَىٰ ﴿٢٨﴾ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي

উন্ছা -। ২৮। অমা-লাহুম্ বিহী মিন্ ই'ল্ম্; ইঁইয়াত্তাবি'উনা ইল্লাজ্ জোয়ান্না অইন্নাজ্ জোয়ান্না লা-ইয়ুগ্নী

রাখে। (২৮) আর এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে, আর নিশ্চয়ই সত্যের সামনে ধারণার

مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ

মিনাল্ হাক্ব্ক্বি শাইয়া-। ২৯। ফাআ'রিদ্ব 'আম্মান্ তাওয়াল্লা-আন্ যিক্রিনা-অলাম্ ইয়ুরিদ্ ইল্লাল্ হা ইয়া-তাদ্

মূল্য নেই। (২৯) অতএব, আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন এমন ব্যক্তি থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করুন, সে

الدُّنْيَا ﴿٣٠﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ

দুন্ইয়া-।৩০। যা-লিকা মাব্লাগুহুম্ মিনাল্ ই'ল্ম্; ইন্না রব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বোয়াল্লা 'আন্ সাবীলিহী

তো পার্থিব জীবনই কামনা করে,(৩০) এটাই তাদের জ্ঞানের সীমা, নিশ্চয়ই তাদের রবই জানেন কে পথচ্যুত, তিনিই

আয়াত-২৩ঃ পবিত্র কোরআনের দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর মুখে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, মুশরিকরা যাদের উপাসনা করছে তারা উপাস্য নয়। আর আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করা উচিত নয়। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-২৪ ঃ এরূপ হয় না যে, মানুষের মন যা চায়, তাই সে লাভ করবে। যেমন মুশরিকরা আশা পোষণ করত যে, তাদের উপাস্যরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে, তাদের এ আশা পূর্ণ হবে না। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-২৬ ঃ মক্কার কাফের গোষ্ঠী তো পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তারা পার্থিব বিষয় ফেরেশতা বা দেব-দেবীর সুপারিশের আশা পোষণ করত এবং বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর মীমাংসাসমূহে তাদেরও হাত আছে। এরা সুপারিশত করে সন্তান দিতে পারে। সুস্থতা বিজয় ইত্যাদি সর্ব প্রকার উদ্দেশ্য সফল করিয়ে দিতে পারে। (তাফঃ হক্কানী)

এক চতুর্থাংশ

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِىَ

অহুওয়া আ'লামু বিমানিহ্ তাদা-। ৩১। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্বি লিয়াজ্ যিইয়াল্
অবগত আছেন কে পথপ্রাপ্ত। (৩১) আর যা কিছু আছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু যমীনে সবই আল্লাহর যাতে তিনি,

الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣٢﴾ اَلَّذِيْنَ

লাযীনা আসা — যূ বিমা-'আমিলূ অইয়াজ্ যিইয়াল্লাযীনা আহ্সানূ বিল্হুস্না-। ৩২। আল্লাযীনা
দুরাচারী তাদেরকে প্রদান করেন মন্দ প্রতিফল, আর যারা পুণ্যবান তাদেরকে প্রদান করেন উত্তম প্রতিদান। (৩২) যারা

يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ هُوَ

ইয়াজ্ তানিবূনা কাবা — য়িরল্ ইছ্মি অল্ ফাওয়া-হিশা ইল্লাল্ লামাম্ ; ইন্না রব্বাকা ওয়া-সিউ'ল্ মাগ্ফিরাহ্; হুওয়া
সাধারণ পাপ ছাড়া মহাপাপ ও অশ্লীল কাজ করা হতে বিরত থাকে, নিশ্চয়ই আপনার রবের ক্ষমা বড়ই বিস্তৃত, তোমাদের

اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا

আ'লামু বিকুম্ ইয্ আন্শায়াকুম্ মিনাল্ আর্দ্বি অইয্ আন্তুম্ আজিন্নাতুন্ ফী বুতূ নি উম্মাহা- তিকুম্ ফালা-
ব্যাপারে জানেন, যখন তোমাদেরকে মাটি হতে সৃজিয়েছেন আর যখন ভ্রূণ ছিলে মাতৃগর্ভে, নিজেদেরকে পবিত্র মনে

২ ع ৬ রুকু

تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٣﴾ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ﴿٣٤﴾ وَاَعْطٰى

তুযাক্কূ ~ আন্ফুসাকুম্; হুওয়া 'আলামু বিমা নিত্তাক্বা-। ৩৩। আফারয়াইতাল্ লাযী তাওয়াল্লা-। ৩৪। অআ'ত্বোয়া-
করো না, তিনিই জানেন কে মুত্তাকী। (৩৩) আপনি বিমুখ ব্যক্তিকে কি দেখেছেন? (৩৪) এবং সামান্যই দান করে,

قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿٣٥﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٦﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ

ক্বালীলাঁও অআক্দা-। ৩৫। আ'ইন্দাহূ 'ইল্মুল্ গইবি ফাহুওয়া ইয়ার- ।৩৬। আম্ লাম্ ইয়ুনাব্বা" বিমা-ফী ছুহুফি
পরে বন্ধ করে দেয়। (৩৫) তার কি অদৃশ্য তত্ত্ব আছে যে, দেখবে! (৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা মূসার কিতাবে

مُوْسٰى ﴿٣٧﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰۤى ﴿٣٨﴾ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٩﴾ وَاَنْ لَّيْسَ

মূসা-। ৩৭। অ ইব্র-হীমাল্ লাযী অফ্ফা ~ ।৩৮। আল্লা-তাযিরু ওয়া- যিরাতুঁও ওয়িয্রা উখ্রা-। ৩৯। অআল্লাইসা
আছে, (৩৭) আর দায়িত্ব পূর্ণকারী ইব্রাহীমের। (৩৮) তা হল, কোন বোঝা বহনকারী। (৩৯) আর মানুষ কেউ কারো গুনাহ্

لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٤٠﴾ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤١﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰى ☆

লিল্ইন্সা-নি ইল্লা-মাসা'আ-।৪০। অআন্না সা'ইয়াহূ সাওফা ইয়ুরা-।৪১। ছুম্মা ইয়ুজ্ যা-হুল্ জ্বাযা — য়াল্ আওফা-।
বহন করবে না, শুধু নিজের চেষ্টানুযায়ীই পাবে, (৪০) শ্রীঘ্রই তার কর্ম দেখান হবে, (৪১) সে তার পূর্ণ প্রতিফল পাবে,

﴿٤٢﴾ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٣﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٤﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ

৪২। অআন্না ইলা-রব্বিকাল্ মুন্তাহা-। ৪৩। অআন্নাহূ হুওয়া আদ্বহাকা অআব্ক-।৪৪। অআন্নাহূ হুওয়া আমা-তা
(৪২) আর সবকিছুর সমাপ্তি তোমার রবের কাছে, (৪৩) তিনিই হাঁসান, আর তিনিই কাঁদান, (৪৪) তিনিই মারেন, আর

وأحيا ﴿٤٥﴾ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ﴿٤٦﴾ من نطفة إذا تمنى ﴿٤٧﴾ وأن

অ আহ্ইয়া-। ৪৫। অ আন্নাহূ খলাক্বায্ যাওজ়াইনিয্ যাকারা অল্উন্‌ছা-৪৬। মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ ইযা-তুম্‌না-। ৪৭। অআন্না
তিনিই জীবন দেন, (৪৫) তিনি পুরুষ-নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, (৪৬) স্খলিত শুক্র বিন্দু হতে, (৪৭) আর পুনরায়

عليه النشأة الأخرى ﴿٤٨﴾ وأنه هو أغنى وأقنى ﴿٤٩﴾ وأنه هو رب الشعرى

'আলাইহিন্ নাশ্‌য়াতাল্ উখ্‌র-। ৪৮। অআন্নাহূ হুওয়া আগ্‌না-অআক্ব্‌না-। ৪৯। অআন্নাহূ হুওয়া রব্বুশ্ শি'রা-।
সৃষ্টি করাও তাঁরই দায়িত্ব, (৪৮) আর তিনিই ধনশালী করেন ও দান করেন, (৪৯) আর তিনিই শি'রা নামক তারার, রব,

﴿٥٠﴾ وأنه أهلك عادا الأولى ﴿٥١﴾ وثمود فما أبقى ﴿٥٢﴾ وقوم نوح من قبل

৫০। অআন্নাহূ ~ আহ্‌লাকা 'আ-দা-নিল্ ঊলা-। ৫১। অছামূদা ফামা ~ আব্‌ক্বা-। ৫২। অক্বওমা নূহিম্ মিন্ ক্বব্‌ল্;
(৫০) আর তিনিই আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, (৫১) এবং ছামূদ জাতীকেও, কাকেও ছাড়েন নি, (৫২) পূর্বে নূহের

إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ﴿٥٣﴾ والمؤتفكة أهوى ﴿٥٤﴾ فغشاها ما غشى

ইন্নাহুম্ কা-নূ হুম্ আজ্‌লামা অআত্ব্‌গ-। ৫৩। অল্ মু'তাফিকাতা আহ্‌ওয়া-। ৫৪। ফাগাশ্‌শা-হা-মা-গাশ্‌শা-।
জাতিকেও; নিশ্চয়ই তারা জালিম ছিল, (৫৩) উৎপাটিত আবাসকে উল্টিয়েছেন, (৫৪) আচ্ছন্নকারীদের আচ্ছন্ন করল,

﴿٥٥﴾ فبأي آلاء ربك تتمارى ﴿٥٦﴾ هذا نذير من النذر الأولى ﴿٥٧﴾ أزفت

৫৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকা তাতামা-রা-। ৫৬। হা-যা-নাযীরুম্ মিনান্ নুযুরিল্ ঊলা-। ৫৭। আযিফাতিল্
(৫৫) তুমি তোমার রবের কোন কোন দানে সন্দেহ করবে? (৫৬) ইনি পূর্ববর্তীদের ন্যায় সতর্ককারী, (৫৭) সেই আসন্ন বস্তু

الآزفة ﴿٥٨﴾ ليس لها من دون الله كاشفة ﴿٥٩﴾ أفمن هذا الحديث تعجبون

আ-যিফাহ্। ৫৮। লাইসা লাহা-মিন্ দূনিল্লা-হি কা-শিফাহ্; ৫৯। আফা মিন্ হা-যাল্ হাদীছি তা'জ্বাবূনা।
কেয়ামত সন্নিকটে। (৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউই তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) এতে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছো?

সেজদা

﴿٦٠﴾ وتضحكون ولا تبكون ﴿٦١﴾ وأنتم سامدون ﴿٦٢﴾ فاسجدوا لله واعبدوا

৬০। অতাদ্বহাকূনা অলা তাব্‌কূনা। ৬১। অআন্‌তুম্ সা-মিদূন্। ৬২। ফাস্‌জ্বু্দূ লিল্লা-হি ওয়া'বুদূ-
(৬০) তোমরা হাসছ, কাঁদছ না। (৬১) তোমরা তো আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন, (৬২) আল্লাহর সেজদা কর, ইবাদত কর।

ع ৩ ৩০ ৭ রুকু

সিজদাহ্-১২

সূরা ক্বমার্
মক্কাবতীর্ণ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৫
রুকূ ঃ ৩

﴿١﴾ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴿٢﴾ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

১। ইক্ব্‌তারবাতিস্ সা- 'আতু অন্‌শাক্ব্‌ ক্বল্ ক্বমার্। ২। অ ইঁ-ইয়ারও আ-ইয়াতাই ইয়ু'রিদ্বূ অইয়াক্বূলূ সিহ্‌রুম্
(১) কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত, (২) আর কোন নিদর্শন দেখেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং বলে এটা তো চলমান

মানযিলে সাবেআ

مُسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ۝٣ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ

মুসতামির্। ৩। অকায্যাবূ অত্তাবাউ' ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্ অকুল্লু আম্রিম্ মুস্তাক্বির্। ৪। অলাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ মিনাল্

যাদু (৩) মিথ্যারোপ করে, নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, প্রত্যেক বিষয়ই অটল। (৪) তাদের কাছে তা এমন, সুসংবাদ

الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ

আম্বা — য়ি মা-ফীহি মুয্দাজার্। ৫। হিক্মাতুম্ বা-লিগাতুন্ ফামা-তুগ্নিন্ নুযুর্। ৬। ফাতাওয়াল্লা 'আন্হুম্ ইয়াওমা ইয়াদ্'উদ্

এসেছে, যাতে রয়েছে সাবধানবাণী। (৫) পূর্ণ জ্ঞানও, কিন্তু তাদের কোন কাজে আসে নি। (৬) অনন্তর তাদেরকে বাদ দিন,

الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ۝ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ

দা-'ই ইলা-শাইয়িন্ নুকুর্। ৭। খুশ্শা'আন্ আব্ছোয়া- রুহুম্ ইয়াখ্রুজূনা মিনাল্ আজ্দা-ছি কাআন্নাহুম্ জ্বার-দুম্

যেদিন আহ্বানকারী ভয়াবহ বিষয়ের প্রতি ডাকবে, (৭) সেদিন তারা অবনত নেত্রে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত কবর হতে

مُنْتَشِرٌ ۝ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ كَذَّبَتْ

মুনতাশিরু। ৮। মুহ্তিঈ'না ইলাদ্ দা-'ই; ইয়াকূলুল্ কা-ফিরূনা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আসির্; ৯। কায্যাবাত্

উঠবে, (৮) তারা ভীত হয়ে আহ্বায়কের দিকে আসবে। কাফেররা বলবে, এটা কঠিন দিন। (৯) পূর্বে নূহের কাওমকেও

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝١٠ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي

ক্ববলাহুম্ ক্বওমু নূহিন্ ফাকায্যাবূ 'আব্দানা- অক্ব-লূ মাজ্নূ নুওঁ অয্দুজির্ । ১০। ফাদা'আ রব্বাহূ ~ আন্নী

অস্বীকার করেছিল, তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যা বলল যে, সে উন্মাদ, তিরস্কৃত। (১০) অনন্তর সে স্বীয় রবকে ডাকল, আমি

مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝١١ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝١٢ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ

মাগ্লূবুন্ ফান্তাছির্। ১১। ফাফাতাহ্না ~ আব্ওয়া-বাস্ সামা — য়ি বিমা — য়িম্ মুন্হামির্ । ১২। অফাজ্জ্বার্নাল্ আর্দ্বোয়া

অসহায়, সাহায্য করুন। (১১) অতঃপর আমি অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা আকাশের-দ্বার খুলে দিলাম, (১২) আর আমি ভূমিতে

عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۞

উ'ইয়ূনান্ ফাল্তাক্বল্ মা — য়ু 'আলা ~ আম্রিন্ ক্বদ্ ক্বু-দির্।১৩। অহামাল্না-হু 'আলা- যা-তি আল্ওয়া-হিঁও অদুসুর্।

ঝর্ণাসমূহ বহালাম, ফলে নির্দিষ্ট পানি জমা হল। (১৩) আর আমি তাকে তক্তা ও পেরেকের নৌকায় আরোহণ করলাম।

শানেনুযূলঃ আয়াত–১ ঃ .একদিন রাতের বেলায় আবু জেহেল ও জনৈক ইহুদী নবী কারীম (ছঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ ! তোমার দাবীর সত্যতার ওপর হয় এমন কোন অলৌকিক কিছু দেখাও, নতুবা আমি তোমার সাথে অশোভনীয় আচরণে লিপ্ত হব। নবী কারীম (ছঃ) বললেন, কি অলৌকিক কাণ্ড দেখতে চাও? তখন সে তৎপরামর্শের জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইহুদীটির দিকে তাকাল। ইহুদী বলল, মুহাম্মদ একজন সুদক্ষ যাদুকর। কিন্তু যাদুর প্রতিক্রিয়া কেবল ভূ-পৃষ্ঠে চলে আকাশে চলে না। তাই তাঁকে বলল যেন চন্দ্র দু'ভাগে ভাগ করে দেখায়। তখন হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) শাহাদত আঙ্গুল চন্দ্রমুখী করে উত্থলনের সাথে সাথেই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে একভাগ জবলে আবু কোবাইস বরাবর, আর একভাগ কায়ীকা'আন বরাবর এসে পড়ল। আবু জেহেল বলল, আচ্ছা এখন উভয় খণ্ডকে একত্র করে দাও। অতঃপর দ্বিতীয়বার আঙ্গুলের ইশারায় অবিকল পূর্বেকার রূপেই চন্দ্র স্থির হয়ে গেল। আলৌকিক কাণ্ডে ইহুদী তো তৎক্ষণাৎই ঈমান আনল। কিন্তু আবু জেহেল বলল, "আমি এটা কখনও বিশ্বাস করি না, আমাদের চোখে যাদু করা হয়েছে, যদ্দারা চাঁদের এ অবস্থা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমি বহিরাগতের নিকট জিজ্ঞাসা করব। মোটকথা প্রবাসীরা তারাও এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সংবাদ ও সাক্ষ্য প্রদান করল। এতদসত্তেও আবু জেহেল ঈমান আনল না।

﴿١٣﴾ تَجْرِیْ بِاَعْیُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ

১৪। তাজ্‌রী বিআ'ইয়ুনিনা-জ্বাযা — য়াল্‌ লিমান্‌ কা-না কুফির্‌। ১৫। অলাক্বত তারাক্‌না-হা ~ আ-ইয়াতান্‌ ফাহাল্‌ মিম্‌

(১৪) সামনেইতা ভাসছিল, তা-ই প্রত্যাখ্যাতদের বদলা। (১৫) তাকে নিদর্শন রূপে রাখলাম, আছে কি কোন উপদেশ

مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

মুদ্দাকির্‌। ১৬। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্‌। ১৭। অলাক্বদ্ব ইয়াস্‌সার্‌নাল্‌ কু্রআ-না লিয্‌যিক্‌রি ফাহাল্‌ মিম্‌

গ্রহণকারী ? (১৬) আমার শাস্তি ও ভীতি কিরূপ ছিল? (১৭) কোরআনকে উপদেশার্থে সহজ করেছি, কে আছে তা

مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا

মুদ্দাকির্‌। ৮। কায্‌যাবাত্‌ 'আ-দুন্‌ ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্‌। ১৯। ইন্না ~ আরসালনা- 'আলাইহিম্‌ রীহান্‌

গ্রহণের? (১৮) আদও প্রত্যাখ্যান করল, ফলে আমার শাস্তি ও ভীতি কেমন হল? (১৯) নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর

صَرْصَرًا فِیْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ

ছোয়ার্‌ছোয়ারন্‌ ফী ইয়াওমি নাহ্‌সিম্‌ মুস্‌তামির্‌। ২০ তান্‌যি'উন্না-সা কাআন্নাহুম্‌ 'আজ্বা-যু নাখ্‌লিম্‌

দুর্যোগের দিনে প্রচণ্ড ঝটিকা বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। (২০) সেই বায়ু মানুষকে এমনভাবে নির্মূল করেছিল যেন উৎপাটিত

مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

মুন্‌ক্বাই'র্‌। ২১। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্‌। ২২। অলাক্বদ্ব ইয়াস্‌সার্‌নাল্‌ কু্রআ-না লিয্‌যিক্‌রি ফাহাল্‌ মিম্‌

খেজুর বৃক্ষ। (২১) অতঃপর আমার শাস্তি ও ভীতি কেমন ছিল? (২২) আর সহজ করেছি, কোরআনকে উপদেশার্থে কে আছে তা

مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِیْ ع ١ ٢٢ ٨ রুকু

মুদ্দাকির্‌। ২৩। কায্‌যাবাত্‌ ছামূদু বিন্নুযুর্‌ । ২৪। ফাক্বা-লূ ~ আবাশারাম্‌ মিন্না-ওয়া-হিদান্‌ নাত্তাবিউ'হূ ~ ইন্না ~ ইযাল্‌ লাফী

গ্রহণের? (২৩) ছামূদ সতর্ককারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করল। (২৪) বলল, আমাদেরই একজনকে কি মানব? যাতে বিভ্রান্ত

ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ ءَاُلْقِیَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ

দ্বোয়ালা-লিঁও অসু'উর্‌। ২৫। আ উলক্বিয়ায্‌ যিক্‌রু 'আলাইহি মিম্‌ বাইনিনা-বাল্‌ হুওয়া কায্‌যা-বুন্‌ আশির্‌। ২৬। সাইয়া'লামূনা

ও উন্মাদ গণ্য হব। (২৫) তার প্রতিই কি ওহী নাযিল হল, বরং সে তো একজন মিথ্যাবাদী দাম্ভিক। (২৬) কাল জানবে,

غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ٭

গদাম্‌ মানিল্‌ কায্‌যা-বুল্‌ আশির্‌। ২৭। ইন্না- মুর্‌সিলুন্‌না-ক্বতি ফিত্‌নাতাল্‌ লাহুম্‌ ফার্‌তাকিব্‌ হুম্‌ অছ্‌ত্বোয়াবির্‌।

কে মিথ্যাবাদী দাম্ভিক। (২৭) নিশ্চয়ই এক উষ্ট্রী পাঠাব, তাদের পরীক্ষার জন্য, অতএব আপনি লক্ষ্য করুন ও ধৈর্য ধরুন।

﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ

২৮। অনাব্বি"হুম্‌ আন্নাল্‌ মা — য়া ক্বিস্‌মাতুম্‌ বাইনাহুম্‌ কুল্লু শির্‌বিম্‌ মুহ্‌তাদ্বোয়ার্‌। ২৯। ফানা-দাও ছোয়া-হিবাহুম্‌

(২৮) আর পানি বণ্টন নীতি জানিয়ে দিন ও তাদের প্রত্যেকেই পালাক্রমে আসবে। (২৯) তারা সঙ্গীকে আহ্বান করল,

فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٣٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣١﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً

ফাতা'আত্বোয়া- ফা'আক্বার্। ৩০। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্। ৩১। ইন্না ~ আর্সাল্না-'আলাইহিম্ ছোয়াইহাতাঁও
সে তাকে হত্যা করল। (৩০) কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতি? (৩১) নিঃসন্দেহে আমি বিকট শব্দ প্রেরণ করলাম,

وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

ওয়া-হিদাতান্ ফাকা-নূ কাহাশীমিল্ মুহতাজির্। ৩২। অলাক্বদ্ ইয়াস্সারনাল্ ক্বুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্
অতঃপর তারা খোয়াড়ের তৃণ খণ্ডের ন্যায় হয়ে গেল, (৩২) আর আমি সহজ করেছি কোরআনকে, উপদেশ গ্রহণের কে

مُّدَّكِرٍ ﴿٣٣﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ ﴿٣٤﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ ؕ

মুদ্দাকির্। ৩৩। কায্যাবাত্ ক্বওমু লূত্বিম্ বিন্নুযুর্। ৩৪। ইন্না ~ আর্সাল্না- 'আলাইহিম্ হা-ছিবান্ ইল্লা ~ আ-লা লূত্ব্;
আছে? (৩৩) লূত সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদের মিথ্যা বলেছিল। (৩৪) তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করলাম, লূত পরিবারকে

نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٥﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ

নাজ্জাইনা-হুম্ বিসাহার্। ৩৫। নি'মাতাম্ মিন্ ই'ন্দিনা-; কাযা-লিকা নাজ্যী; মান শাকার্। ৩৬। অলাক্বদ্ আন্যারাহুম্
রাতের শেষভাগে রক্ষা করলাম। (৩৫) আমার অনুগ্রহে কৃতজ্ঞদের প্রতিদান এভাবেই দিই। (৩৬) আযাবের ভয় দেখালে

بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَاۤ اَعْيُنَهُمْ

বাত্ব্শাতানা- ফাতামা-রও বিন্নুযুর্। ৩৭। অলাক্বদ্ রা-ওয়াদূহু 'আন্ দ্বোয়াইফিহী ফাত্বোয়ামাস্না ~ আ'ইয়ুনাহুম্
তারা পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দিল। (৩৭) তারা মেহমানদেরকে নিয়ে যেতে চাইল, তাই আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করলাম।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٩﴾ فَذُوْقُوْا

ফাযূক্বূ 'আযা-বী অনুযুর্। ৩৮। অলাক্বদ্ ছোয়াব্বাহাহুম্ বুক্রাতান্ 'আযা-বুম্ মুস্তাক্বির্। ৩৯। ফাযূক্বূ
এখন তোমরা শাস্তি ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন কর। (৩৮) আমি অতি প্রত্যুষেই তাদের উপর অবিরাম শাস্তি আঘাত হানল। (৩৯) অতঃপর শাস্তি

২ ع ১৮ ৯ রুকু عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ جَآءَ

'আযা-বী অনুযুর্। ৪০। অলাক্বদ্ ইয়াস্সারনাল্ ক্বুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির্। ৪১। অলাক্বদ্ জ্বা — য়া
ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন কর। (৪০) আর আমি কোরআনকে সহজ করেছি, উপদেশ গ্রহণের কে আছে?(৪১) আর ফেরাউনীদের

اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤٢﴾ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ *

আ-লা ফির্'আউনান্ নুযুর্। ৪২। কায্যাবূ বিআ-ইয়া- তিনা-কুল্লিহা-ফাআখায্না-হুম্ আখ্যা 'আযীযিম্ মুক্বতাদির্।
কাছেও সতর্ককারী আগমন করেছিল। (৪২) কিন্তু তারা যখন নিদর্শনাবলি অস্বীকার করল, তখন আমি কঠিন হাতে ধরলাম,

আয়াত-৩৯ ঃ বিভিন্ন সূরায় লূত জাতির অপকর্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সুন্দর ছেলেদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ায় অভ্যাস্ত ছিল। হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে দীর্ঘকাল বুঝালেন, কিন্তু কেউই সৎ পথে আসল না। অতঃপর একদিন হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল ইস্রাফীল ফেরেশতা সুন্দর ছেলেদের আকৃতিতে হযরত লূত (আঃ) এর ঘরে মেহমানস্বরূপ আগমন করলে তারা খবর পেয়ে রাতারাতি এসে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকার চেষ্টা করলে জিব্রাঈল (আঃ) তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিলেন। সকাল হতে না হতেই উল্লেখিত ফেরেশতা তাদের বস্তিটি উল্টিয়ে দিল এবং প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল। (ইবঃ কাঃ)

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ

৪৩। আকুফ্‌ফা-রুকুম্‌ খইরুম্‌ মিন্‌ উলা — য়িকুম্‌ আম্‌ লাকুম্‌ বার — য়াতুন্‌ ফিয্‌যুবুর্‌। ৪৪। আম্‌ ইয়াকূলূনা নাহ্‌নু
(৪৩) তোমাদের যুগের কাফেররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, না কি গ্রন্থে মুক্তি লেখা আছে? (১) (৪৪) না কি তারা বলে,

جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

জ্বামীউ'ম্‌ মুন্‌তাছির্‌। ৪৫। সাইয়ুহ্‌ যামুল্‌ জ্বাম্‌উ' অ ইয়ুওয়াল্লূ নাদ্‌ দুবুর্‌। ৪৬। বালিস্‌ সা- 'আতু মাও ই'দুহুম্‌
আমরা দুর্ধর্ষ অপরাজেয়? (৪৫) শীঘ্রই এ দলটি পরাজিত হবে এবং পালায়ন করবে। (৪৬) বরং কেয়ামত তাদের

وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

অস্‌ সা-'আতু আদ্‌হা-ওয়া আমার্‌। ৪৭। ইন্নাল্‌ মুজ্‌রিমীনা ফী দ্বোয়ালা-লিঁও অসুউ'র্‌। ৪৮। ইয়াওমা ইয়ুস্‌হাবূনা
আযাবের প্রতিশ্রুতি, তা কতই না ভয়াবহ, আর তিক্ত। (৪৭) নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও নির্বোধ। (৪৮) ওই দিন তাদেরকে

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ *

ফিন্না-রি 'আলা-উজ্‌হিহিম্‌; যূক্বূ মাস্‌সা সাক্বর্‌। ৪৯। ইন্না-কুল্লা শাইয়িন্‌ খলাক্ব্‌না-হু বিক্বদার্‌।
উপুড় করে হেঁচড়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের মজা ভোগ কর, (৪৯) আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট মাপে।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن

৫০। অমা ~ আম্‌রুনা ~ ইল্লা-ওয়া-হিদাতুন্‌ কালাম্‌হিম্‌ বিল্‌বাছোয়ার্‌। ৫১। অলাক্বদ্‌ আহ্‌লাক্‌না ~ আশ্‌ইয়া- 'আকুম্‌ ফাহাল্‌ মিম্‌
(৫০) আমার নির্দেশ চোখের পলকেই কার্যকর হয়। (৫১) নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের সমপন্থী দলকে,

مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ *

মুদ্দাকির্‌। ৫২। অ কুল্লু শাইয়িন্‌ ফা'আলূহু ফিয্‌ যুবুর্‌। ৫৩। অকুল্লু ছোয়াগীরিঁও অকাবীরিম্‌ মুস্‌তাত্বোয়ার্‌।
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি? (৫২) আর তাদের সকল কার্য আমলনামায় আছে। (৫৩) তাতে ছোট-বড় সব কিছুই আছে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ *

৫৪। ইন্নাল্‌ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না- তিঁও অনাহার্‌। ৫৫। ফী মাক্ব্‌'আদি ছিদ্‌ক্বিন্‌ ই'নদা মালীকিম্‌ মুক্ব্‌তাদির্‌।
(৫৪) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা জান্নাতে ও ঝর্ণাসমূহের পাশে থাকবে। (৫৫) সত্য নিকেতনে, মহাশক্তিধর রবের সমীপে।

ওয়াকুফে লাযেম

ع ৩ ১৫ ১০ রুকু

সূরা আর রাহ্‌মান্‌
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ৩

الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

১। আর্‌রহ্‌মা-নু ২। 'আল্লামাল্‌ ক্বুরআ-ন্‌। ৩। খলাক্বল্‌ ইন্‌সা-না ৪। 'আল্লামাহুল বাইয়া-ন্‌। ৫। আশ্‌শাম্‌সু অল্‌ক্বমারু
(১) করুণাময়। (২) শিক্ষা দিলেন কুরআন। (৩) সৃষ্টি করলেন মানুষ। (৪) শিক্ষা দিলেন কথা বলতে। (৫) সূর্য ও চন্দ্র

بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝٦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

বিহুস্‌বা-নিঁও। ৬। অন্নাজ্‌মু অশ্‌শাজ্বারু ইয়াস্‌জুদা-ন্‌ । ৭। অস্‌সামা — য়া রফা'আহা-অওয়াদ্বোয়া'আল্‌

হিসাব অনুযায়ী কক্ষপথে আবর্তন করছে। (৬) তারকারাজি ও গাছসমূহ তাঁর অনুগত। (৭) আর আকাশসমূহকে সমুন্নত ও

الْمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

মীযা-ন্‌। ৮। আল্লা-তাত্বগও ফিল্‌ মীযা-ন্‌। ৯। অআক্বীমুল্‌ অয্‌না বিল্‌ক্বিস্‌তি্ব অলা-তুখ্‌সিরুল্‌

তুলাদণ্ডকে স্থাপন করেছেন। (৮) যেন মাপ দেয়ার সময় সীমাতিক্রম না কর। (৯) যেন যথাযথভাবে ওজন কর, ওযনে কম বেশি

الْمِيزَانَ ۝٩ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ

মীযা-ন্‌। ১০। অল্‌ আর্‌দ্বোয়া অদ্বোয়া'আহা-লিল্‌আনা-ম্‌। ১১। ফীহা- ফা-কিহাতুঁও অ-ন্নাখ্‌লু যা-তুল্‌

না কর। (১০) আর আমিই যমীনকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করলাম। (১১) এতে রয়েছে ফলসমূহও খোশাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ

الْأَكْمَامِ ۝١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

আক্‌মা-ম্‌। ১২। অল্‌ হাব্বু যুল্‌'আছফি অর্‌রইহা-ন্‌। ১৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌।

রয়েছে। (১২) আর রয়েছে খোশাযুক্ত বীজ ও সুগন্ধ ফল। (১৩) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামত অস্বীকার করবে?

۝١٣ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ

১৪। খলাক্বল্‌ ইন্‌সা-না মিন্‌ ছোয়াল্‌ছোয়া-লিন্‌ কাল্‌ফাখ্‌খ-রি। ১৫। অখলাক্বল্‌ জ্বা — ন্না মিম্‌ মা-রিজ্বিম্‌ মিন্‌

(১৪) তিনি পোড়ামাটির অনুরূপ মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। (১৫) আর তিনিই সৃষ্টি করলেন জ্বিনকে খাঁটি আগুন

نَارٍ ۝١٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٦ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ *

না-র্‌। ১৬। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্‌। ১৭। রব্বুল্‌ মাশ্‌রিক্বইনি অরব্বুল্‌ মাগ্‌রিবাইন্‌।

দিয়ে। (১৬) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের রব।

۝١٧ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٨ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝١٩ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ

১৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবান্‌। ১৯। মারজ্বাল্‌ বাহ্‌রাইনি ইয়াল্‌তাক্বিয়া-ন্‌। ২০। বাইনাহুমা-বার্‌যাখুল্‌

(১৮) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (১৯) মিলিত দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মধ্যে

لَا يَبْغِيَانِ ۝٢٠ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٢١ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ *

লা-ইয়াব্‌গিয়া-ন্‌। ২১। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্‌। ২২। ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুমাল্‌ লু''লুয়ু অল্‌ মারজ্বা-ন্‌।

আছে পর্দা, যা অনঅতিক্রম্য (২১) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (২২) তা হতে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়।

আয়াত-৫ ঃ সূর্য ও চন্দ্র এজন্য নেয়ামত যে, তাদের চলাচলের উপর দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম এবং মাসের গণনা নির্ভর করে। এ সমুদয় বস্তু নেয়ামত। আর বৃক্ষের সেজদা করার অর্থ বাধ্যতামূলক আনুগত্য। অর্থাৎ যাকে যেজন্য সৃষ্টি করেছেন তা পালন করা। এটিও নেয়ামত। (বঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ হযরত কাতাদাহ (রঃ) মীযান শব্দের তাফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার মূল লক্ষ্য ন্যায় বিচার। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যা দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ পরিমাপ করা হয়; তা দু পাল্লা বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ হোক। (মাঃ কোঃ)

● অর্ধাংশ

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۳﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِی الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۲۴﴾

২৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ২৪। অলাহুল্ জ্বাওয়া-রিল্ মুন্শা য়া-তু ফিল্বাহ্রি কাল্আ'লা-ম্।
(২৩) উভয়ে রবের কোন কোন্ দান অস্বীকার করবে? (২৪) তাঁরই আয়ত্তাধীন সমুদ্রে পর্বতসম জাহাজসমূহ।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۵﴾ كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿۲۶﴾ وَّیَبْقٰی وَجْهُ رَبِّكَ

২৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ২৬। কুল্লু মান্ 'আলাইহা-ফা-ন্। ২৭। অ ইয়াব্ক্বা-অজ্হু রব্বিকা
(২৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন দান অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল। (২৭) থাকবে শুধু রবের সত্তা

ع ২৫ ১১ ১ রুকু

ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۲۷﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۸﴾ یَسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ

যুল্ জ্বালা-লি অল্ইক্র-ম্। ২৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা -তুকায্যিবা-ন্। ২৯। ইয়াস্য়ালুহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি
যিনি সম্মানিত, মর্যাদাবান। (২৮) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (২৯) আসমান-যমীনের সকলেই

وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾ سَنَفْرُغُ

অল্আর্দ্ব; কুল্লা ইয়াওমিন্ হুওয়া ফী শা''ন্। ৩০। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্ । ৩১। সানাফ্রুগু
তাঁর কাছে চায়, তিনি সর্বদা কর্মেরত। (৩০) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৩১) হে সম্প্রদায়দ্বয়,

لَكُمْ اَیُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿۳۱﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾ یٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ

লাকুম্ আইয়ুহাছ্ ছাক্বলা-ন্। ৩২। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৩৩। ইয়া মা'শারল্ জ্বিন্নি অল্ ইন্সি ইনিস্
তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। (৩২) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানুষ,

اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ

তাত্বোয়া'তুম্ আন্ তান্ফুযূ মিন্ আক্ব্ত্বোয়া-রিস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি ফান্ফুযূ; লা-তান্ফুযূনা
তোমরা যদি আসমানসমূহের-যমীনের সীমা হতে কোথাও বের হয়ে যেতে পার তবে যাও; শক্তি ছাড়া তোমরা বের হয়ে

اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ۬

ইল্লা-বিসুল্ত্বোয়া-ন্। ৩৪। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্ ৩৫। ইয়ুর্সালু 'আলাইকুমা-শুওয়া-জুম্ মিন্ না-রিঁও
যেতে তো পারবে না। (৩৪) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের উভয়ের উপর শিখা ও ধুঁয়া

وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ

অনুহা-সুন্ ফালা-তান্তাছির-ন্। ৩৬। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৩৭। ফাইযান্ শাক্ব্ক্বাতিস্ সামা — য়ু
আসবে, প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৩৬) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۸﴾ فَیَوْمَئِذٍ لَّا یُسْئَلُ

ফাকা-নাত্ অর্দাতান্ কাদ্দিহা-ন্। ৩৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৩৯। ফাইয়াওমাইযিল্লা-ইয়ুস্য়ালু
রক্তাক্ত চামড়ার ন্যায় লাল হবে।(৩৮) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন না মানুষ পাপ সম্পর্কে

عن ذنبه إنس ولا جان ﴿٤٠﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٤١﴾ يعرف المجرمون

'আন্ যাম্‌বিহী ~ ইন্সুঁও অলা-জ়া — ন্ ।৪০। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্।৪১। ইয়ু'রফুল্ মুজ্ রিমূনা
জিজ্ঞাসিত হবে, আর না জিন্। (৪০) উভয়ে রবের কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪১) পাপীরা তাদের আকৃতি দ্বারাই

بسيمٰهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴿٤٢﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٤٣﴾ هٰذه

বিসীমা-হুম্ ফাইয়ু"খাযু বিন্নাওয়া-ছী অল্ আক্ব্ দা-ম্।৪২। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্।৪৩। হা-যিহী
চিহ্নিত হবে, কপাল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৪২) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই

جهنم التي يكذب بها المجرمون ﴿٤٤﴾ يطوفون بينها وبين حميم ءان ★

জাহান্নামু ল্লাতী ইয়ুকায্‌যিবু বিহাল্ মুজ্ রিমূন্।৪৪। ইয়াত্বূফূনা বাইনাহা-অবাইনা হামীমিন্ আ-ন্।
সেই জাহান্নাম যার ব্যাপারে পাপীরা অবিশ্বাস করত। (৪৪) তারা দোযখের চতুর্দিকে ফুটন্ত পানিতে ছুটাছুটি করবে?

﴿٤٥﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٤٦﴾ ولمن خاف مقام ربه جنتان ﴿٤٧﴾ فبأي

৪৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্ ।৪৬। অ লিমান্ খ-ফা মাক্ব-মা রব্বিহী জান্নাতা-ন্ ।৪৭। ফাবিআইয়্যি
(৪৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪৬) যে রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে তার দুটি জান্নাত, (৪৭) উভয়ে

آلاء ربكما تكذبان ﴿٤٨﴾ ذواتا أفنان ﴿٤٩﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٥٠﴾ فيهما

আ-লা — য়ি রব্বিকুমা - তুকায্‌যিবা-ন।৪৮। যাওয়াতা ~ আফ্‌না-ন্।৪৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্।৫০। ফীহিমা-
রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয়টি শাখা সমৃদ্ধ। (৪৯) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫০)উদ্যানদ্বয়ে

عينان تجريان ﴿٥١﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٥٢﴾ فيهما من كل فاكهة زوجان ★

'আইনা-নি তাজ্ রিয়া-ন্।৫১। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্।৫২। ফীহিমা-মিন্ কুল্লি ফা-কিহাতিন্ যাওজা-ন্।
প্রবাহিত দুই প্রস্রবণ; (৫১) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫২) উদ্যানদ্বয়ে প্রত্যেক ফল দু'রকমের;

﴿٥٣﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٥٤﴾ متكئين على فرش بطائنها من إستبرق ط

৫৩। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্।৫৪। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা ফুরুশিম্ বাত্বোয়া — য়িনুহা-মিন্ ইস্‌তাবরাক্ব্;
(৫৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা রেশমী বস্ত্রযুক্ত বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, জান্নাতের

وجنى الجنتين دان ﴿٥٥﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴿٥٦﴾ فيهن قٰصرٰت

অজ্বানাল্ জান্নাতাইনি দা-ন্।৫৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্ ।৫৬। ফীহিন্না ক্বছিরা-তুত্ব্
ফল নিকটে ঝুলে থাকবে। (৫৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫৬) সেথায় আছে বহু আনতনয়না

ওয়াক্বফে লাযেম ২ ع ২০ ১২ রুকু

আয়াত-৩৯ ঃ এটি এমন এক স্থান যেখানে তাদেরকে তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তবে পরে জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা এ অর্থ যে, অবগতির জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং ধমক দেয়া হিসাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা অর্থ এ যে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, তখন তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (জাঃ বয়াঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৬ ঃ একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হাশরের দিনের এবং হিসাব নিকাশের ও মিযানের এবং জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করলেন। অতঃপর যে শাস্তির জন্য ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাদের জন্য তৈরি রয়েছে তার কথা ভেবে তিনি ভিত হয়ে বলতে লাগলেন, "হায়, আমি যদি ঘাস হতাম, পশু আমাকে চরে খেত!" তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

ত্বোয়ারফি লাম্ ইয়াত্ব্মিছ্হুন্না ইন্সুন্ ক্বব্লাহুম্ অলা-জ্বা — ন। ৫৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্।

(রমনী) যাদেরকে কোন মানুষ ও জিন কখনও স্পর্শ করে নি, (৫৭) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?

﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ

৫৮। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়া-ক্বূতু অলমারজ্বা-ন্ । ৫৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৬০। হাল্ জ্বাযা — য়ুল্

(৫৮) তা যেন ইয়াকূত ও প্রবাল রত্ন। (৫৯) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৬০) নেক কাজের পুরস্কার

الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ *

ইহ্সা-নি ইল্লাল্ ইহ্সা-ন্। ৬১। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৬২। অমিন দূনিহিমা- জ্বান্নাতা-ন্।

উত্তমই হয়। (৬১) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৬২) ওই দুটি ছাড়াও আরও দুটি বাগান রয়েছে।

﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

৬৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকাযযিবান। ৬৪। মুদ্হা — ম্মাতা-ন্। ৬৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্।

(৬৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?(৬৪) উভয়টি সবুজ। (৬৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?

﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ

৬৬। ফীহিমা-আ'ইনা-নি নাদ্দোয়া-খতা-ন্ । ৬৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৬৮। ফীহিমা ফা-কিহাতুঁও অনাখ্লুঁও

(৬৬) আরও রয়েছে দু'উথলিত ঝর্ণা। (৬৭) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৬৮) আছে ফল, খেজুর

وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

অরুম্মা-ন্। ৬৯। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্যিবা-ন্। ৭০। ফীহিন্না খইর-তুন হিসা-ন্।৭১। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-

ও আনার। (৬৯) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?(৭০) সেখানে রয়েছে উত্তম চরিত্রের রূপসীরা (৭১) উভয়ে রবের

تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ *

তুকায্যিবা-ন্। ৭২। হূরুম্ মাক্বূছূর তুন্ ফিল্ খিয়া-ম্।৭৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্যিবা-ন্।

কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?(৭২) তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর।(৭৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?

﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৭৪। লাম্ ইয়াত্বমিছ্হুন্না ইন্সুন্ ক্বব্লাহুম্ অলা-জ্বা — ন্। ৭৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-

(৭৪) তাদেরকে কোন মানুষ কখনও স্পর্শ করেনি এবং কোন জিন কখনও স্পর্শ করেনি। (৭৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান

تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ

তুকায্যিবা-ন্। ৭৬। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা-রফ্রফিন্ খুদ্বরিঁও অ'আব্ক্বারিয়্যিন্ হিসা-ন্। ৭৭। ফাবিআইয়্যি

অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ গালিচা ও সুন্দর বিছানায় হেলান দিয়ে অবস্থান করবে (৭৭) উভয়ে রবের কোন্ কোন্

ع ٣ ১৩ রুকু

اَلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٧٨ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

আ-লা — য়ি রব্বিকুমা তুকায্যিবা-ন্ ।৭৮। তাবা-রকাস্‌মু রব্বিকা যিল্ জ্বালা-লি অল্‌ইক্‌রা-ম্।
দান অস্বীকার করবে? (৭৮) কতই না বরকতময় তোমার রবের নাম যিনি মহত্ত্বের ও মহানুভবতার অধিপতি।

সূরা ওয়া-ক্বিয়াহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৬
রুকূ ঃ ৩

ওয়াক্বিয়াহ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣ اِذَا

১। ইযা-অক্বা'আতিল্ ওয়া-ক্বি'আতু ।২। লাইসা লিঅক্‌'আতিহা-কা-যিবাহ্ ।৩। খ-ফি দ্বোয়াতুর্ র-ফি'আহ ।৪। ইযা-
(১) যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, (২) যাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই, (৩) তা পতন ও উত্থানকারী। (৪) যখন

رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٦ وَّكُنْتُمْ

রুজ্জাতিল্ আরদ্বু রজ্জান্। ৫। অবুস্‌সাতিল্ জ্বিবা-লু বাস্‌সা- । ৬। ফাকা-নাত্ হাবা — য়াম্ মুম্‌বাছ্ছাঁও ।৭। অকুন্‌তুম্
যমীন ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে, (৫) পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, (৬) অতঃপর বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা হবে, (৭) আর তোমরা

اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَاَصْحٰبُ

আয্‌ওয়া-জ্বান্ ছালা-ছাহ্। ৮। ফাআছ্‌হা-বুল্ মাইমানাতি মা ~ আছ্‌হা-বুল্ মাইমানাহ্। ৯। অআছ্‌হা-বুল্
তিনদলে বিভক্ত হবে, (৮) অনন্তর যারা ডানের দল, কতই না ভাগ্যবান তারা! (৯) আর যারা বামের

الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١

মাশ্‌য়ামাতি মা ~ আছ্‌হা-বুল্ মাশ্‌য়ামাহ্। ১০। অস্‌সা-বিকূ নাস্ সা-বিকূ্ন। ১১। উলা — য়িকাল্ মুক্বর্‌রাবূন্।
দল, কতইনা নিকৃষ্ট তারা! (১০) অগ্রগামীরাই অগ্রগণ্য। (১১) তারাই আল্লাহর নিকটতম;

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤ عَلٰى سُرُرٍ

১২। ফী জ্বান্না-তিন্ না'ঈম্। ১৩। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আউয়্যালীন। ১৪। অক্বালীলুম্ মিনাল্ আ-খিরীন্। ১৫। 'আলা- সুরুরিম্
(১২) তারা অবস্থান করবে নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে; (১৩) পূর্ববর্তীদের বহুসংখ্যক, (১৪) আর পরবর্তীদের অল্পসংখ্যক; (১৫) আর

مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝

মাওদ্বূনাতিম্। ১৬। মুত্তাকিয়ীনা 'আলাইহা-মুতাক্বা-বিলীন্। ১৭। ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ ওয়িল্‌দা-নুম্ মুখাল্লাদূন।
স্বর্ণখচিত পালঙ্ক থাকবে; (১৬) তারা মুখোমুখি এলিয়ে বসবে; (১৭) চিরকিশোররা তাদের চর্তুপার্শ্বে ঘোরাফেরা করবে।

নামকরণ ঃ ওয়াক্বি'আ-সংঘটনীয় মহাঘটনা; অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান। এ সূরার প্রথম আয়াতের 'ওয়া-ক্বি'আ শব্দ হতেই এর নামকরণ করা হয়েছে।
এ সূরার সর্বপ্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হল, এ বিশাল বিশ্বজগৎ ও নশ্বর পৃথিবী একদিন নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নতুন সৃষ্টিতে চিরস্থায়ী পরলোক প্রকাশিত হবে এবং যেদিন ঐ মহাঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলার অনন্ত মহিমার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন স্বরূপ, পুনরুত্থান, মহাবিচার, কর্মফল ও জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি অবশ্যই সুপ্রকাশিত হবে।

﴿١٨﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٩﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا

১৮। বিআক্ওয়া-বিঁও অআবা-রীক্বা অকা''সিম্ মিম্ মা'ঈনিল্। ১৯। লা-ইয়ুছোয়াদ্দা'উনা 'আন্হা-অলা-

(১৮)পানপাত্র ও সুরাপূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে, (১৯) তাতে (সে পানীয়তে) না হবে তাদের মাথা পীড়া, আর না তারা অজ্ঞান

يُنزِفُونَ ﴿٢٠﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ وَحُورٌ عِينٌ

ইয়ুন্‌যিফূন।২০। অফা-কিহাতিম্ মিম্মা-ইয়াতাখাইয়্যারূন। ২১। অলাহ্‌মি ত্বোয়াইরিম্ মিম্মা-ইয়াশ্‌তাহূন।২২। অহূরুন্ 'ঈনুন্।

হবে, (২০) আর পছন্দময় নানা জাতীয় ফল থাকবে, (২১) আর পছন্দমত পাখির গোশ্ত, (২২) আর আনতনয়না হূর,

﴿٢٣﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٤﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

২৩। কাআম্‌ছা-লিল্ লু''লুয়িল্ মাক্‌নূন্ । ২৪। জ্বাযা — য়াম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ২৫। লা-ইয়াস্‌মাউ'না ফীহা-লাগ্‌ওয়াঁও

(২৩) আচরণে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়, (২৪) তাদের কাজের বিনিময় হিসেবে। (২৫) সেখানে না শুনতে পাবে কোন অসার

وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٧﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

অলা-তা''ছীমান্। ২৬।ইল্লা-ক্বীলান্ সালা-মান্ সালা-মা-। ২৭। অআছ্‌হা-বুল্ ইয়ামীনি মা ~ আছ্‌হা-বুল্ ইয়ামীন্।

বাক্য, আর না কোন অশালীন বাক্য, (২৬) বরং শুনবে 'সালাম' আওয়াজ, (২৭) আর যারা ডানের দল, তারা কতই না! ভাগ্যবান

﴿٢٨﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٣٠﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣١﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

২৮। ফী সিদ্‌রিম্ মাখ্‌দ্বূদিঁও। ২৯। অত্বোয়াল্‌হিম্ মান্‌দ্বূদিঁও। ৩০। অজিল্লিম্ মাম্‌দূদিঁও। ৩১। অমা — য়িম্ মাস্‌কূবিঁও।

(২৮) তারা থাকবে কাঁটাহীন কুল বৃক্ষের, (২৯) সারিবদ্ধ কলা গাছের, (৩০) বিস্তৃত ছায়ায়, (৩১) সদা প্রবাহিত পানিতে,

﴿٣٢﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٣﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٥﴾ إِنَّا

৩২। অ ফা- কিহাতিন্ কাছীরাতিল্। ৩৩। লা-মাক্বত্বূ'আতিঁও অলা-মামনূ'আতিঁও । ৩৪। অফুরুশিম্ মারফূ'আহ্। ৩৫। ইন্না ~

(৩২) প্রচুর ফলমূলে,(৩৩) অশেষ ও অনিষিদ্ধ,(৩৪) আর থাকবে উচ্চ শয্যাদি, (৩৫) নিশ্চয়ই আমি হূরকে বিশেষভাবে

أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٦﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٧﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٨﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ ثُلَّةٌ   ১ ع ৩৮ 14 রুকু

আন্‌শা''না-হুন্না ইন্‌শা — য়ান্। ৩৬। ফাজ্বা'আল্‌না-হুন্না আব্‌কা-রন্। ৩৭। উ'রুবান্ আত্‌র-বাল্ ৩৮। লিআছ্‌হা-বিল্ ইয়ামীন্। ৩৯। ছুল্লাতুম্

সৃষ্টি করেছি, (৩৬) তাদেরকে করেছি কুমারী, (৩৭) মনমাতানো, সমবয়স্কা, (৩৮) ডানের লোকদের জন্য। (৩৯) বহু

مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٠﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤١﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ مَا أَصْحَابُ

মিনাল্ আউয়্যালীনা। ৪০। অছুল্লাতুম্ মিনাল্ আ-খিরীন্। ৪১। অআছ্‌হা-বুশ্ শিমা- লি মা ~ আছ্‌হা-বুশ্

সংখ্যক থাকবে পূর্ববর্তীদের থেকে, (৪০) আর বহু সংখ্যক থাকবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে, (৪১) আর যারা বামের দল,

الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٤﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

শিমা-ল্। ৪২। ফী সামূমিঁও অহামীমিঁও। ৪৩। অজিল্লিম্ মিঁ ইয়াহ্‌মূমিল্ ।৪৪। লা-বা-রিদিঁও অলা-কারীম্।

তারা কতই না হতভাগ্য, (৪২) তারা থাকবে গরম ও ফুটন্ত পানিতে, (৪৩) কালো ধূঁয়ার ছায়ায়, (৪৪) না ঠাণ্ডা, আর না আরাম,

﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَ

৪৫। ইন্নাহুম্ ক্বা-নূ ক্বব্লা যা-লিকা মুত্রাফীন্। ৪৬। অকা-নূ ইয়ুছিররূ-না 'আলাল্ হিন্‌ছিল্ 'আজীম্। ৪৭। অ
(৪৫) নিঃসন্দেহে তারা ইতোপূর্বে ভোগ বিলাসে ডুবে ছিল, (৪৬) আর সর্বদা তারা বড় পাপে লিপ্ত ছিল। (৪৭) আর আমাদের

كَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا

কা-নূ ইয়াকু লূনা আইযা-মিত্না-অকুন্না-তুরা-বাঁও অই'জোয়া-মান্ য়াইন্না-লামাব্উছূনা। ৪৮। আ ওয়া আ-বা — য়ু নাল্
এরূপ বলত যে যখন, আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, (এর পরও কি) আমরা পুনরায় উত্থিত হব কি? (৪৮) আর আমাদের পূর্ব

الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ

আওয়ালূন্। ৪৯। ক্বু-ল্ ইন্নাল্ আউয়্যালীনা অল্আ-খিরীনা ৫০। লামাজ্ মূ'উ না ইলা-মীক্ব-তি ইয়াওমিম্
পুরুষদেরও কি ? (৪৯) আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরাও, (৫০) সকলেই সমবেত হবে এক নির্দিষ্ট

مَعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن

মা'লূম্। ৫১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ আইয়ুহাদ্দোয়া — ল্লূনাল্ মুকায্যিবূন্। ৫২। লাআ-কিলূনা মিন্ শাজ্বারিম্ মিন্
সময়ে। (৫১) তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে (বলা হবে) হে বিভ্রান্ত মিথ্যাবাদীর দল! (৫২) তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম

زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ

যাক্ব্ ক্বূমিন্ ৫৩। ফামা-লিয়ূনা মিন্হাল্ বুতূ্ন্ । ৫৪। ফাশা-রিবূনা 'আলাইহি মিনাল্ হামীম্। ৫৫। ফাশা-রিবূনা
গাছের ফল। (৫৩) অনন্তর তা দিয়েই তোমাদের পেট পূর্ণ করতে হবে, (৫৪) ফুটন্ত পানি পান করবে, (৫৫) পিপাসার্ত উটের

شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ☆

শুর্বাল্ হীম্। ৫৬। হা-যা-নুযুলুহুম্ ইয়াওমাদ্দীন্। ৫৭। নাহ্নু খলাক্ব্ না-কুম্ ফালাওলা তুছোয়াদ্দিকূন্।
ন্যায় তোমরা পান করবে, (৫৬) বিচার দিনে এটাই আপ্যায়ন।(৫৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম, বিশ্বাস কর না কেন ?

﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا

৫৮। আফারায়াইতুম্ মা তুম্নূন্। ৫৯। আআন্তুম্ তাখ্লুকূ নাহূ ~ আম্ নাহ্নুল্ 'খ-লিকূন্ । ৬০। নাহ্নু ক্বাদ্দার্না-
(৫৮) বীর্যপাত সম্পর্কে তোমরা কি ভেবেছ? (৫৯) তা কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না কি আমি সৃষ্টি করেছি? (৬০) আমিই তোমাদের মধ্যে

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ

বাইনাকুমুল্ মাওতা অমা-নাহ্নু বিমাস্বৃক্বীন। ৬১। 'আলা ~ আন্ নুবাদ্দিলা আম্‌ছা-লাকুম্ অনুনশিয়াকুম্ আম্‌ছা-লাকুম্ অনুনশিয়াকুম্
মৃত্যু নির্ধারণ করেছি, আর আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই (৬১) যে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে এমন আকৃতি দিতে পারি

আয়াত-৫৪ ঃ অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন খুব ক্ষুধাবোধ করবে তখন তাদেরকে যাক্কুম গাছের ফল আহার করতে দেয়া হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা এটি পেট ভরে খাবে, এতে তাদের পিপাসা অত্যাধিক বেড়ে যাবে। ফুটন্ত পানি সম্মুখে উপস্থিত করা হলে পিপাসার্ত উটের ন্যায় পান করে ফেলবে। কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তি হবে না। (বঃ কোঃ) আয়াত-৫৯ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে একটা সহজ উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, প্রথমে তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে অস্তিত্বে এনেছি। তোমরা এ কথাটি কেন বুঝছ না যে, মৃত্যুর পর তোমরা যখন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে, তখন পুনরায় তোমাদেরকে অস্তিত্ব দেয়া অতি সহজ। (ইবঃ কাঃ)

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُم

ফীমা-লা-তা'লামূন্। ৬২। অলাক্বদ্ 'আলিম্তুমুন্ নাশ্য়াতাল্ ঊলা-ফালাওলা- তাযাক্কারূন্। ৬৩। আফারায়াইতুম্
যা তোমরা অবগত নও। (৬২) আর প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে তো তোমরা জান, তবে কেন তোমরা চিন্তা কর না?(৬৩) বপন করা বীজ

مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ الزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا

মা-তাহ্রুছূন্। ৬৪। আআন্তুম্ তায্রউ'নাহূ ~ আম্ নাহ্নুয্ যা-রিউ'ন্। ৬৫। লাও নাশা — য়্যু লাজ্বা'আল্না-হু হুত্বোয়া-মান্
সম্পর্কে ভেবেছ কি?(৬৪) তা কি তোমরা অঙ্কুরিত কর, না আমি তার উৎপন্নকারী?(৬৫) তাকে চূর্ণ করতে পারি, তখন

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ

ফাজোয়াল্তুম্ তাফাক্কাহূন্। ৬৬। ইন্না-লামুগ্রমূন্। ৬৭। বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূন্। ৬৮। আফারয়াইতুমুল্ মা — য়াল্
তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। (৬৬) আমরাই সর্বহারা (৬৭) বরং আমরাই হতভাগা। (৬৮) পানী সম্পর্কে কি তোমরা

الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ

লাযী তাশ্রবূন্। ৬৯। আআন্তুম্ আন্ যাল্তুমূহু মিনাল্ মুয্নি আম্ নাহ্নুল্ মুন্যিলূন্। ৭০। লাও
ভেবেছ যে পানি তোমরা পান করে থাক? (৬৯) তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ করাও, না আমি বর্ষণ করাই? (৭০) আমি

نَشَاءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ *

নাশা — য়্যু জ্বা'আল্না-হু উজ্বা-জ্বান্ ফালাওলা- তাশ্কুরূ ন্। ৭১। আফারয়াইতুমু ন্না-র ল্লাতী তূরূন্।
ইচ্ছা করলে লবণাক্ত করতে পারি, তবুও কেন শুকর কর না? (৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবেছ কি?

﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً

৭২। আ-আন্তুম্ আন্শা''তুম্ শাজ্বারতাহা ~ আম্ নাহ্নুল্ মুন্শিয়ূন্। ৭৩। নাহ্নু জ্বা'আল্না-হা তায্কিরতাঁও
(৭২) তোমরা কি তার গাছ সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করি? (৭৩) তাকে স্মরণীয় এবং মরুচারীদের জন্য ভোগের

وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ النُّجُومِ *

অমাতা-'আল্ লিল্মুক্ব্ ওয়ীন্। ৭৪। ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রব্বিকাল্ 'আজীম্। ৭৫। ফালা ~ উক্বসিমু বিমাওয়া-ক্বি'ইন্ নুজু্ মি।
উপকরণ আমিই করেছি। (৭৪) সুতরাং মহান রবের মহিমা ঘোষণা করুণ। (৭৫) আমি তারকার অস্তের কসম করছি,

﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ *

৭৬। অইন্নাহূ লাক্বাসামু ল্লাও তা'লামূনা 'আজীম। ৭৭। ইন্নাহূ লা কুর আ-নুন্ কারীমুন্। ৭৮। ফী কিতা-বিম্ মাক্নূনিল্।
(৭৬) যদি বুঝ, এটা এক বিরাট শপথ, যদি তোমরা জানতে, (৭৭) এটা সম্মানিত কুরআন, (৭৮) যা রক্ষিত গ্রন্থে,

﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ

৭৯। লা ইয়ামাস্সুহূ ~ ইল্লাল্ মুত্বোয়াহ্ হারূন্। ৮০। তান্যীলুম্ মির্ রব্বিল্ 'আ-লামী ন্। ৮১। আফাবিহা-যাল্ হাদীছি
(৭৯) পবিত্ররা (ফেরেশতারা) ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করবে না,(৮০) বিশ্ব রবের পক্ষ হতে নাযিলকৃত (৮১) তবু কি একে

তিন চতুর্থাংশ • ع ৩৬ ২ ১৫ রুকু

أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

আন্‌তুম্ মুদ্‌হিনূনা। ৮২। অতাজ্‌'আলূনা রিয্‌ক্বকুম্ আন্নাকুম্ তুকায্‌যিবূন্। ৮৩। ফালাওলা ~ ইযা-বালাগতিল্

তোমরা তুচ্ছ ভাববে? (৮২) আর তোমরা ঠিক করেছ যে, মিথ্যা বলবে, (৮৩) প্রাণ কণ্ঠাগত হলে রোধ কর না

الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا

হুল্‌ক্ব্‌ম্। ৮৪। অআন্‌তুম্ হীনায়িযিন্ তান্‌জুরূনা। ৮৫। অনাহ্‌নু আক্ব্‌রাবু ইলাইহি মিন্‌কুম্ অলা-কিল্লা-

কেন?(৮৪) আর তোমরা তো তখন তাকিয়ে থাক, (৮৫) আমিই তোমাদের চেয়ে তার অধিকতর নিকটতর, কিন্তু তোমরা

تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *

তুব্‌ছিরূন্। ৮৬। ফালাওলা ~ ইন্ কুন্‌তুম্ গইর মাদীনীন। ৮৭। তারজ্বি'ঊনাহা ~ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।

তা দেখ না; (৮৬) সুতরাং যদি হিসাব না হবারই হয় তবে ফিরাও না কেন?(৮৭) সত্যবাদী হলে ফিরিয়ে আন না কেন?

﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ *

৮৮। ফা আম্মা ~ ইন্ কা-না মিনাল্ মুক্বার্‌রবীন। ৮৯। ফারওহুঁও অরইহা-নুঁও অজ্বান্নাতু না'ঈম্।

(৮৮) অতঃপর যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের মধ্যে একজন হয়,(৮৯) তাকে বলা হবে আরাম, সুখ ও সুখ তো জান্নাতে আছে।

﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ *

৯০। অ আম্মা ~ ইন্ কা-না মিন্ আছ্‌হা-বিল্ ইয়ামীন। ৯১। ফাসালা-মুল্ লাকা মিন্ আছ্‌হা-বিল্ ইয়ামীন্।

(৯০) কিন্তু যদি সে ডান দলের একজন হয়,(৯১) তাকে (বলা হবে) তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে, হে ডান পন্থী!

﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ

৯২।অ আম্মা ~ ইন্ কা-না মিনাল্ মুকায্‌যিবীনাদ্ব্ দ্বোয়া — ল্লীন। ৯৩। ফা নুযুলুম্ মিন্ হামীমিঁও। ৯৪। অ তাছ্‌লিয়াতু

(৯২) যদি সে প্রত্যাখ্যানকারী, পথভ্রষ্ট হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে তপ্ত পানি, (৯৪) এবং জাহান্নামের

جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *

ع ٣ ٢٢ ১৬ রুকু

জ্বাহীম্। ৯৫। ইন্না হা-যা-লাহুওয়া হাক্ব্‌ক্বুল্ ইয়াক্বীন্। ৯৬। ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল্ 'আজীম্।

দহন দিয়ে, (৯৫) নিঃসন্দেহে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। (৯৬) অতএব আপনি মহান রবের নামের মহিমা ঘোষণা করুন।

সূরা হাদীদ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ৪

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ

১। সাব্বাহা-লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২। লাহু মুল্‌কুস্

(১) আসমান-যমীনের সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (২) আসমানসমূহ ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ هُوَ

সামা- ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি ইয়ুহ্য়ী অ ইয়ুমীতু অ হুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৩। হুওয়াল্
যমীনের মালিকানা তাঁর, তিনিই জীবন দান করেন, আর তিনিই মৃত্যু দান করেন, আর তিনিই সর্বশক্তিমান। (৩) তিনিই

الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ

আউয়্যালু অল্ আ-খিরু অজ্জোয়া-হিরু অল্বা-ত্বিনু অহুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৪। হুওয়া ল্লাযী
সব সৃষ্ট জীবের প্রথমে আছেন, তিনি পরেও থাকবেন, প্রকাশ্য ও গুপ্ত; আর তিনিই সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ

খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া -'আলাল্ 'আরশ্;
ছয়দিনে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হলেন; তিনি সব কিছুই অবগত আছেন,

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ

ইয়া'লামু মা ইয়ালিজু ফিল্ আর্দ্বি অমা-ইয়াখ্রুজু মিন্হা-অমা-ইয়ানযিলু মিনাস্ সামা — য়ি অমা-ইয়া'রুজু
যা যমীনে প্রবেশ করে আর যা যমীন থেকে বহির্গত হয়, আর যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় আর যা যমীন থেকে ওঠে;

فِيْهَا ۭ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

ফীহা-; অহুওয়া মা'আকুম্ আইনা মা-কুন্তুম্; অল্লা-হু বিমা-তা'মালুনা বাছীর্। ৫। লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি
তিনি সঙ্গে থাকেন তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন তিনি তোমাদের কর্ম দেখেন, (৫) আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা

وَالْاَرْضِ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ

অল্ আর্দ্ব; অ ইলাল্লা-হি তুর্জাউ'ল্ উমূর্। ৬। ইয়ূলিজু ল্লাইলা ফিন্নাহা-রি অইয়ু লিজু ন্ নাহা-রা
একমাত্র তাঁর, আর আল্লাহর দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে

فِي الَّيْلِ ۭ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا

ফিল্ লাইল্; অহুওয়া 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্।৭। আ-মিনূ বিল্লা-হি অরাসূলিহী অ আন্ফিক্বূ
রাতে প্রবেশ করান, তিনি অন্তর্যামী। (৭) তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর যার উত্তরাধিকারী তিনি

مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

মিম্মা-জ্বা'আলাকুম্ মুস্তাখ্লাফীনা ফীহ্; ফাল্লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম্ অআন্ফাক্বূ লাহুম্ আজ্রুন্ কাবীর্।
তোমাদের বানালেন তা হতে তোমরা ব্যয় কর, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও ব্যয়কারী তাদের জন্য রয়েছে মহা-প্রতিদান,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭ঃ এ আয়াতটি তাবুকের যুদ্ধের শানে অবতীর্ণ হয়। কেননা, এ যুদ্ধ ছিল একটি সুদীর্ঘ পথের যাত্রা এবং যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামও মুসলমানদের নিকট ছিল সামান্য; ফলে একে কষ্টসাধ্য যুদ্ধও বলা হত। এ কারণে বিত্তবান মুসলমানদেরকে এ জিহাদে চাঁদা দিতে উৎসাহিত করে এবং দুঃস্থ ও সরঞ্জামহীন মুসলমানদেরকে সাহায্য করার আদেশ দিয়ে এ আয়াতটি নাযিল করা হয়। আর হযরত ওছমান গণী (রাঃ) যেহেতু এ যুদ্ধে আর্থিক সহায়তায় পুরুভাগ গ্রহণ করেছিলেন তাই তার ফযীলত বর্ণনা পূর্বক এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ

৮। অমা-লাকুম্ লা-তু''মিনূনা বিল্লা-হি অর্ রাসূলু ইয়াদ্'উকুম্ লিতু''মিনূ বিরব্বিকুম্ অক্বদ্

(৮) কি হল যে, তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস কর না? রাসূল তো রবকে বিশ্বাস করতে তোমাদেরকে ডাকেন, তিনি তো

أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ

আখাযা মীছা-ক্বকুম্ ইন্ কুন্তুম্ মু''মিনীন্। ৯। হুওয়াল্লাযী ইয়ুনায্যিলু 'আলা-আব্দিহী ~ আ-ইয়া-তিম্

তোমাদের নিকট থেকে ওয়াদাও নিয়েছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।(৯) তিনি স্বীয় বান্দাহর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন,

بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

বাইয়িনা-তিল্ লিইয়ুখ্রিজাকুম্ মিনায্ জুলুমা-তি ইলান্নূর্; অইন্নাল্লা-হা বিকুম্ লারয়ূফুর রহীম্।

যেন তিনি তোমাদেরকে বের করে আনেন আধার হতে আলোতে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদাশয়, দয়ালু।

١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

১০। অমা-লাকুম্ আল্লা-তুন্ফিকূ ফী সাবীলিল্লা-হি অলিল্লা-হি মীরাছুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি;

(১০) তোমরা কেন ব্যয় করবে না আল্লাহর পথে? আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً

লা-ইয়াস্ তাওয়ী মিন্কুম্ মান্ আন্ফাক্বা মিন্ ক্বব্লিল্ ফাত্হি অক্ব- তাল্; উলা — য়িকা আ'জোয়ামু দারাজ্বাতাম্

মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয় পূর্বে আল্লাহর পথ ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা সমান নয়, বরং তারা মর্যাদায় তাদের থেকে

مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ

মিনাল্ লাযীনা আন্ফাকূ মিম্ বা'দু অক্ব-তালূ; অকুল্লাওঁ অআ'দাল্লা-হুল্ হুস্না-; অল্লা-হু

শ্রেষ্ঠ, তাদের অপেক্ষা যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় ও সংগ্রাম করেছে। আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা প্রদান করেছেন।

১ ع ১০ ১৭ রুকু

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

বিমা-তা'মালূনা খবীর্। ১১। মান যাল্লাযী ইয়ুক্ব্রিদ্বুল্লা-হা ক্বর্দ্বোয়ান্ হাসানান্ ফাইয়ুদ্বোয়া-ই'ফাহূ লাহূ অলাহূ —

আর আল্লাহ তোমাদের কর্মের খবর রাখেন, (১১) আল্লাহকে কে উত্তম ঋণ দেবে? পরে তিনি তা বহুগুণ প্রদান করবেন এবং

أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٢ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

আজ্বরুন্ কারীম্ ১২। ইয়াওমা তারাল্ মু''মিনীনা অলমু'মিনা-তি ইয়াস্'আ- নূরুহুম্ বাইনা আইদীহিম্

তজ্জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। (১২) আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন-নর-নারীকে, তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সম্মুখ দিকে

وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

অবিআইমা-নিহিম্ বুশ্র-কুমুল্ ইয়াওমা জ্বান্না-তুন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-;

ও তাদের ডান দিকে। আজ স্থায়ীভাবে তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ১৩। ইয়াওমা ইয়াকুলুল্ মুনা-ফিকূনা অল্ মুনা-ফিক্বা-তু লিল্লাযীনা আ-মানুন্
এটাই বড় সফলতা। (১৩) সে দিন মুনাফিক পুরুষ- মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ

জুরূনা- নাক্ব্তাবিস্ মিন্ নূরিকুম্ ক্বী লার্জ্বি'উ অর — য়াকুম্ ফাল্তামিসূ নূরা-; ফাদ্বুরিবা
কর, যেন আমরাও তোমাদের আলো হতে আলো পাই; জবাবে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, তারপর আলো

بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ؕ

বাইনাহুম্ বিসূরিল্লাহূ বা-ব্; বা-ত্বিনুহূ ফীহির্ রহ্মাতু অজোয়া-হিরুহূ মিন্ ক্বিবালিহিল্ 'আযা-ব্।
তালাশ কর অতঃপর এক দরজাযুক্ত প্রাচীর হবে তাদের উভয়ের মাঝে। ভিতরে থাকবে রহমত, বাইরের দিকে আযাব থাকবে।

﴿١٣﴾ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ

১৪। ইয়ুনা-দূনাহুম্ আলাম্ নাকুম্ মা'আকুম্; ক্বা-লূ বালা-অলা- কিন্নাকুম্ ফাতান্তুম্ আন্ফুসাকুম্ অ
(১৪) তারা বলবে, তোমাদের সঙ্গে কি আমরা ছিলাম না? বলবে, হাঁ। তবে তোমরা নিজেরাই নিজদেরকে বিপদাপন্ন করলে।

تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ

তারব্বাছ্তুম্ অর্তাব্তুম্ অগর্রত্কুমুল্ আমা-নিয়্যু হাত্তা-জ্বা — য়া আমরুল্লা-হি অগর্রকুম্ বিল্লা-হিল্
তোমরা প্রতীক্ষা ও সন্দেহ করলে; দুরাশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করল, আল্লাহর নির্দেশ পর্যন্ত। এ সব আল্লাহ্ সম্পর্কে

الْغَرُوْرُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ

গরূর্।১৫। ফাল্ইয়াওমা লা- ইয়ু''খাযু মিন্কুম্ ফিদ্ইয়াতুঁও অলা-মিনাল্লাযীনা কাফারূ; মা''ওয়া-কুমুন্
তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। (১৫) আজ তোমাদের থেকে না মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে আর না কাফেরদের থেকে,

النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ

না-র্; হিয়া মাওলা-কুম্; অবি''সাল্ মাছীর্। ১৬। আলাম্ ইয়া''নি লিল্লাযীনা আ-মানূ ~ আন্ তাখ্শা'আ
আগুনই হবে তোমাদের বাসস্থান ও বন্ধু; তা কতই না নিকৃষ্টস্থান। (১৬) যারা মু'মিন তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য

قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

ক্বু লূবুহুম্ লিযিক্রিল্লা-হি অমা-নাযালা মিনাল্ হাক্ব্ক্বি অলা-ইয়াকূনূ কাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা
দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে বিগলিত হবার সময় কি আসে নি? তারা যেন পূর্বের কিতাবীদের মত

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾ اِعْلَمُوْا

মিন্ ক্বব্লু ফাত্বোয়া-লা 'আলাইহিমুল্ আমাদু ফাক্বাসাত্ কু লূ বুহুম্; অকাছীরুম্ মিন্হুম্ ফা-সিকূ ন্। ১৭। ই'লামূ ~
না হয়, বহুকাল অতীত হওয়ায় তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকেই ফাসেক। (১৭) তোমরা অবগত

أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আন্নাল্লা-হা ইয়ুহ্য়িল্ আর্দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-; ক্বদ্ বাইইয়ান্না-লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্।

আছে যে, আল্লাহই যমীনকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আমি তো তোমাদের নিকট এর বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলাম, যাতে তোমরা বুঝ।

(١٧) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ

১৮। ইন্নাল্ মুছ্ছোয়াদ্দিক্বীনা অল্‌মুছ্ছোয়াদ্দিক্ব-তি অআক্ব্‌রদ্বুল্লা-হা ক্বর্‌দ্বোয়ান্ হাসানাই ইয়ুদ্বোয়া-'আফু লাহুম্

(১৮) নিশ্চয়ই যারা দানশীল নর-নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে তাদেরকে বহুগুণ দেয়া হবে, আর

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١٨) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ

অলাহুম্ আজ্‌রুন্ কারীম্। ৯। অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী ~ উলা — য়িকা হুমছ্ ছিদ্দীক্বূনা

মহা পুরস্কার। (১৯) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এরূপ লোকই তাদের রবের নিকট সত্যবাদী ও

وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

অশ্ শুহাদা — য়ু 'ইন্দা রব্বিহিম্; লাহুম্ আজ্‌রুহুম্ অনূরুহুম্; অল্লাযীনা কাফারূ অকায্‌যাবূ

শহীদ। তাদের জন্য (বেহেশত) তাদের বিশেষ পুরস্কার এবং (পুলসিরাতের উপর) বিশেষ আলো হবে। আর যারা কুফরী করেছে ও

২ ع ৯ ১৮ রুকু

بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٩) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

বিআ-ইয়া-তিনা ~ উলা — য়িকা আছ্‌হা- বুল্ জ্বাহীম্। ২০। ইলামূ ~ আন্নামাল্ হা ইয়া-তুদ্দুন্ইয়া- লাইবুঁও অলাহ্উঁও

আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামী হবে। (২০) তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো কেবল

وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ

অযীনাতুঁও অতাফা-খুরুম্ বাইনাকুম্ অতাকা-ছুরুন্ ফিল্ আম্‌ওয়া-লি অল্‌আওলাদ্; কামাছালি গইছিন্

খেল-তামাশা, এটা বাহ্যিক সৌন্দর্য, পরস্পর দম্ভ এবং ধন ও সন্তানের প্রতিযোগিতা মাত্র। যেমন বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপাদিত

أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي

আ'জ্বাবাল্ কুফ্‌ফা-রা নাবা-তুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতার-হু মুছ্‌ফার্‌রন্ ছুম্মা ইয়াকূনু হুত্বোয়া-মা-; অফিল্

ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ প্রদান করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে গিয়ে তা পরিণত হয় খড়ে। আর

الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

আ-খিরতি 'আযা-বুন্ শাদীদুঁও অমাগ্‌ফিরতুম্ মিনাল্লা-হি অরিদ্বওয়া-ন্; অমাল্ হা ইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া ~

পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে, আর আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তোষ রয়েছে। আর পার্থিব জীবন তো নিচক ছলনাময় ও ভোগের

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٢٠) سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ

ইল্লা-মাতা- উ'ল্ গুরুর্। ২১। সা-বিকূ ~ ইলা- মাগ্‌ফিরতিম্ মির্ রব্বিকুম্ অজ্বান্নাতিন্ 'আর্‌দুহা-কা'আর্‌দিস্

সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়; (২১) তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি, যার প্রশস্ততা আসমান ও

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

সামা — য়ি অল্আরদ্বি উই'দ্দাত্ লিল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহ্; যা-লিকা ফাদ্বলু ল্লা-হি

যমীনের সমান, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী তাদের জন্য তা তৈরি করে রাখা হয়েছে, এটা আল্লাহর দান,

يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي

ইয়ু"তীহি মাইঁ ইয়াশা — য়ু অল্লা-হু যুল্ফাদ্বলিল্ 'আজীম্। ২২। মা ~ আছোয়া-বা মিম্ মুছীবাতিন্ ফিল্

তিনি স্বীয় অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করেন আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (২২) পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর

الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ

আরদ্বি অলা-ফী ~ আন্ফুসিকুম্ ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মিন্ ক্বব্লি আন্ নাব্‌রয়াহা-; ইন্না যা-লিকা

যে বিপর্যয় অবতীর্ণ হয় তা আমি সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয়ই এটা খুবই সহজ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ২৩। লিকাইলা-তা"সাও 'আলা-মা-ফা-তাকুম্ অলা-তাফ্রহূ বিমা ~ আ-তা-কুম্; অল্লা-হু

আল্লাহর পক্ষে।(২৩) যেন যা হারিয়েছ তাতে তোমরা বিমর্ষ না হও আর যা পেয়েছ তাতে তোমরা আনন্দ না কর। আর

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

লা-ইয়ুহিব্বু কুল্লা-মুখ্তা-লিন্ ফাখূরি। ২৪। নিল্লাযীনা ইয়াব্খালূনা অইয়া"মুরূনান্ না-সা

আল্লাহ দাম্ভিক, গর্বিত ও ঔদ্ধত্য লোককে ভাল বাসেন না। (২৪) যারা কৃপণ ও অন্য মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়,

بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

বিল্বুখ্ল; অ মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গনিয়্যুল্ হামীদ্। ২৫। লাক্বদ্ আর্সাল্না রুসুলানা-

আর যে ব্যক্তি সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জানা উচিত যে; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (২৫) নিশ্চয়ই আমি আমার

بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ

বিল্বাইয়্যিনা-তি অআন্যাল্না- মাআ'হুমুল্ কিতা-বা অল্মীযা-না লিইয়াক্বূমা ন্না-সু বিল্ ক্বিস্তি অ

রাসূলদের প্রেরণ করেছি, প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যেন মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে

أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ

আন্যাল্নাল্ হাদীদা ফীহি বা"সুন্ শাদীদুঁও অমানা-ফি'উ লিন্না-সি অলিইয়া'লামা ল্লা-হু মাইঁ ইয়ান্ ছুরুহূ

আর আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে আছে মানুষের জন্য মহাশক্তি ও বহুকল্যাণ; এটা এ জন্য যে, প্রকাশ করে দিবেন যেন কে না দেখে

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ع ৩ ৬ ১৯ রুকু

অরুসুলাহূ বিল্গইব্; ইন্নাল্লা-হা ক্বাওওয়িয়্যুন্ 'আযীয্। ২৬। অলাক্বদ্ আর্সাল্না-নূহাঁও অইব্রা-হীমা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, আল্লাহ শক্তিমান,পরাক্রমশীল। (২৬) আর আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

অজ্বা 'আল্না-ফী যুর্রিয়্যাতিহিমান্ নুবুওয়্যাতা অল্ কিতা-বা ফামিন্হুম্ মুহ্তাদিন্ অকাছীরুম্ মিন্হুম্
পাঠিয়েছি, তাদের বংশধরে নবুওয়াত ও কিতাব দিয়েছি। কিছু পথপ্রাপ্ত, অনেকেই পাপাচারী

فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

ফা-সিক্বূ-ন্। ২৭। ছুম্মা ক্বাফ্ফাইনা 'আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ বিরুসুলিনা-অক্বাফ্ফাইনা-বিঈ'সাব্নি মার্ইয়ামা
হয়েছে। (২৭) অতঃপর তাদের পিছনে ক্রমান্বয়ে রাসূল প্রেরণ করলাম, ঈসা ইবনে মরিয়মকেও দিলাম, আর তাকে ইঞ্জীল

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ

অআ-তাইনা-হুল্ ইন্জ্বীল অ জ্বা'আল্না-ফী ক্বু-লূ বিল্লাযীনা ত্তাবা'উহু রা"ফাতাঁও অরহ্মাহ্;
প্রদান করলাম, তার অনুসারীর অন্তরে সৃষ্টি করে দিলাম, দয়া ও অনুগ্রহ; আর সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছে,

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا

অরহ্বা নিয়্যাতানিব্ তাদা'উ হা- মা- কাতাব্না-হা-'আলাইহিম্ ইল্লাব্ তিগা — য়া রিদ্বওয়া-নিল্লা-হি ফামা-র'আওহা-
আমি তাদেরকে এ বিধান প্রদান করি নি। আর এটাও তারা যথাযথভাবে রক্ষা করে চলে নি। আর তাদের মধ্যে যারা

حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ☆

হাক্ব্ ক্বা রি'আ-ইয়াতিহা-ফা'আ-তাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ মিন্হুম্ আজ্র্ রহুম্ অকাছীরুম্ মিন্হুম্ ফা-সিক্বূ-ন্।
ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে তাদের (ওয়াকৃত) পুরস্কার প্রদান করেছি। আর তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল পাপাচারী।

﴿٢٧﴾ يٰاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوا بِرَسُولِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ

২৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাক্বু-ল্লা-হা অআ-মিনূ বিরসূলিহী ইয়ু"তিকুম্ কিফ্লাইনি
(২৮) হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় দয়ায় দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান

مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُورٌ

মির্ রহমাতিহী অইয়াজ্ব্ 'আল্ লাকুম্ নূরান্ তাম্শূনা বিহী অইয়াগ্ফির্লাকুম্; অল্লা-হু গাফূরুর্
করবেন এবং আলো প্রদান করবেন যা দিয়ে চলবে; আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল,

رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ

রহীমুল্। ২৯। লিয়াল্লা-ইয়া'লামা আহ্লুল্ কিতা-বি আল্লা-ইয়াক্ব্ দিরূনা 'আলা-শাইয়িম্ মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি
দয়ালু। (২৯) এটা এজন্য যে, যেন যারা কিতাবের অনুসারী তারা উপলব্ধি করতে পারে আল্লাহর কোন অনুগ্রহের উপর

ع ৪ ২০ রুকু
وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ☆

অআন্নাল্ ফাদ্ব্লা বিয়াদি ল্লা-হি ইয়ু"তীহি মাইঁ ইয়াশা — য়ু; অল্লা -হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম্।
তাদের অধিকার নেই, আর এও (জানতে পারে) যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ৫৭-